CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 30 September, 2020 ■ আগরতলা, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১৩ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রতাপগড়ে ফাঁসিতে আত্মঘাতী গৃহবধূ উদয়পুরে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/উদয়পুর, ২৯ সেপ্টেম্বর।। ফের ত্রিপুরায় এক গৃহবধূ আত্মঘাতী হয়েছেন। বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ভারতী শীল নামের গৃহবধূ গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ওই ঘটনায় থানায় কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। মৃতার স্বামী সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছেন, তাদের মধ্যে কোনও অশান্তি ছিল না। এমন-কি, মৃতার বাপের বাড়ির সদস্যরাও আত্মহত্যার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে, গৃহবধূর আত্মহত্যাকে ভীষণ রহস্যজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

সোমবার প্রতাপগড় সিলটিলা এলাকায় বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসেন ভারতী শীল। তাঁর শ্বশুর বাড়ি রানিরবাজার থানা এলাকায় দুর্গানগরে। মৃতার স্বামী জানিয়েছেন, সোমবার তাঁর স্ত্রীর ভ্রাতৃবধূ তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথেই বাপের বাড়িতে যান ভারতী। মৃতার ভাই জানিয়েছেন, রাতে সকলে একসাথে আহার করেছি। এর পর সকলে ঘুমাতে চলে যাই। সকালে উঠে বারান্দায় তাঁর বোনের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পাই। তিনি বলেন, মৃতদেহ দেখে থানায় খবর দেয়। সাথে তাঁর স্বামী ও শ্বশুর বাড়িতে বিষয়টি জানাই। তিনি বলেন, পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

মৃতার স্বামী সুকান্ত মজুমদার বলেন, প্রায় ১০ বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে। সামাজিক রীতি মেনেই তারা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। তিনি বলেন, স্ত্রীর সাথে আজ পর্যন্ত কোনও ঝামেলা হয়নি। গতকাল বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল। আমি তাতে সম্মতি দিয়েছি। এমন-কি, আগামী বৃহস্পতিবার তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার বিষয়েও আমি সম্মতি জানিয়েছি। কিন্তু, আত্মহত্যার কোনও কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। পুলিশ ওই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

সাধুর ত্রিশূলের আঘাতে গুরুতর ভাবে জখম একজন শিক্ষক। আশংকাজনক অবস্থায় বর্তমানে তিনি আই এর এস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনাটি ঘটেছে বক্সনগর মানিক্য নগর এলাকায়। আহত শিক্ষকের নাম বিশ্বেন্দু শর্মা। বাড়ি রাজধানীর ইন্দ্রনগর এলাকায়। আহত শিক্ষকের পরিজনদের কাছ থেকে জানা যায়, বিশ্বেন্দু শর্মা মঙ্গলবার স্কুলে যাচ্ছিলেন তখন মানিক্য নগর এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা এক সাধু গাঁজা সেবন করে ত্রিশূলটি দিয়ে বিশ্বেন্দু শর্মার কানের পাশে আঘাত করে। বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে আসতে কোনোক্রমে সাধুর হাত থেকে রক্ষা করে বিশ্বেন্দু শর্মাকে এম্বুলেন্স দিয়ে হাসপাতালে পাঠায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩০টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ সমেত মিজোরামে বিএসএফের জালে তিন

আইজল, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সহ তিন জনকে বিএসএফ আটক করেছে। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় মিজোরামের মামিত জেলার পশ্চিম ফুলডুংশেই মহকুমার ভারত-বাংলা সীমান্তে বিএসএফ-এর ৯০ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাদের ৩০টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সমেত আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ওই সাফল্য মিলেছে বলে বিএসএফ দাবি করেছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে বিএসএফ ৯০ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের এসকে পিল্লাইয়ের নেতৃত্বে এবং ডিআইজি কুলদীপ সিঙের পরিচালনায় পশ্চিম ফুলডুংসেই মহকুমায় বিশেষ অ্যাম্বুশ বয়। বিএসএফ জওয়ানরা এমজেড ০১ কে ৫২৬২ নম্বরের মহিন্দ্রা থার এবং এমজেড ০১ এল ৪৯৪৯ নম্বরের মহিন্দ্রা পিকআপ গাড়ি দক্ষিণ ফুলডুংসেই থেকে পশ্চিম ফুলডুংসেই যাওয়ার পথে বাংলাদেশ সীমান্তের ১৫ কিমি দূরত্বে আটক করতে সক্ষম হন। ওই গাড়ির তিন আরোহী লালহুয়ানজাউভা (৫৬), ভানলালরুয়াত (২৫) এবং লিয়ানসঙ্গ (৪৬)-কে আটক করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা। তারা তিনজনই মিজোরামের নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

তাদের কাছ থেকে ৩০টি অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ২৮টি একে সিরিজের রাইফেল, একটি ৫.৫৬ এমএম একে ৭৪ রাইফেল এবং একটি কার্বাইন ০.৩০, সাথে ৭,৮৯৪টি কার্তুজ যার মধ্যে ৭.৬২ এমএম বল ৫,৩৯৮টি, ৫.৫৬ এমএম সিটিএন ২,৪৯০টি এবং পয়েন্ট (.) ৩০-৬টি ও ২৮টি ম্যাগাজিন। এগুলির মধ্যে ২৬টি একেএম ম্যাগাজিন, একটি ৭.৬২ এমএম একেএম বেল্ট এএমএমএন বাক্স-এর মতো ম্যাগাজিন এবং একটি কার্বাইন পয়েন্ট (.) ৩০ ম্যাগাজিন। এছাড়া, তাদের কাছে ৩৯,০২০ টাকা সহ বেশ কিছু আপত্তিজনক নথিও উদ্ধার হয়েছে।

ধৃত তিনজনই স্বীকার করেছে, তারা বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে ওই সব আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবরুদ নিয়ে যাচ্ছিল। ঘটনাটিকে যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

আজ বাবরি ধ্বংস মামলার রায় ঘোষণা

লখনউ, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ক্রমশই বাড়ছে! ৩০ সেপ্টেম্বর, বুধবার উত্তর প্রদেশের লখনউয়ের বিশেষ সিবিআই আদালত বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলার রায় ঘোষণা করবে। বুধবারই জানা যাবে, লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলি মনোহর জোশী, উমা ভারতকে দোষী সাব্যস্ত করা হল কি না।

রায় ঘোষণার দিন ৯২ বছর বয়সি আডবাণী-সহ ৩২ জন অভিযুক্তকেই আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লখনউয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক সুরেন্দ্র কুমার যাদবের গত বছর ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্ট তাঁর মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়।

১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে ২৮ বছর ধরে এই মামলা চলেছে। আডবাণী, জোশী, উমাদের মতো বিজেপি নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে মসজিদ ভাঙায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়। তিন দশক ধরে মামলা চলায় ৪৯ জন অভিযুক্তের মধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অশোক সিঙ্ঘল, গিরিরাজ কিশোর-সহ ১৭ জন আগেই মারা গিয়েছেন। প্রসঙ্গত, লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলী মনোহর জোশী দু'জনেই বাবরি মসজিদ ধ্বংসে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। অকালে প্রান ঝড়ে গেল জামজুরী বৈষ্ণবীচর এলাকার দেড় বছরের নীলদ্বীপ দাসের। নীলদ্বীপ দাসের বাবা মেঘজিত দাস পেশায় ব্যবসায়ী। আজ সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় বাড়ির সকল অভিভাবকদের চোখ ফাকি দিয়ে তাদের নিজস্ব পুকুরে পরে যায়। পরবর্তীতে সকলে দেখতে পেলে তখন আর শেষ রক্ষা হল না।

পানীয় জলের দাবীতে হালহালিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর।। ধলাই জেলার আমবাসার হালাহালি মহাবীর রাস্তা অবরোধ করলো ক্ষুব্ধ জনতা। জানা যায় ঐ এলাকায় বেশ কিছু দিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যা চলেছে। রাস্তাঘাট চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। এই সব বিষয়ে স্থানীয় নেতা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের একাধিকবার জানিয়েও কোনো প্রতিকার মিলেনি।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তারা হালহালি মহাবীর রাস্তা অবরোধ করে। অবরোধের ফলে এলাকার যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছুটে আসেন। এলাকাবাসীর সমস্যা সম্পর্কে তারা বিস্তারিতভাবে তারা অবহিত হন। পরিশ্রুত পানীয় জল এবং রাস্তাঘাটের সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন তারা। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা পথ অবরোধ আপাতত প্রত্যাহার করে নেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু করোনা আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর।। উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁকে গৃহে একান্তবাসে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক-রা। আজ সকালে তাঁর কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছিল। তখনই, তাঁর দেহে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। তবে, তাঁর কোন উপসর্গ নেই এবং তিনি সুস্থ আছেন।

৭১ বছর বয়সী উপরাষ্ট্রপতি করোনা আক্রান্ত হলেও, তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার তেমন কারণ নেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা হুজ্জতি রাস্তায় নামল বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। দলীয় নেতার ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজধানীতে মঙ্গলবার প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেছে ডিওয়াইএফআই। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিওয়াইএফআই নেতৃবৃন্দ জানান গতকাল হাপানিয়া পলিটেকনিকেল কলেজের সামনে দলীয় নেতা অরিন্দম বিশ্বাসের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা।উল্লেখ্য অরিন্দম বিশ্বাস ডিওয়াইএফআই গুগলি বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।পরিকল্পিতভাবে তার উপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে মঙ্গলবার আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়।

মিছিলটি মেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আরো অভিযোগ করেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রায় প্রতিদিনই বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা সংগঠিত করা হচ্ছে। বাড়িঘরে হামলা হুজ্জোতি এবং অগ্নিসংযোগ সহ নানা বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য বিরোধী দলের প্রতিটি নেতাকর্মী ও সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের স্বাধীনতা সহ্য করতে পারছেন না অনেকেই ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ।। কৃষি আইনের প্রতিবাদে দেশজুড়ে চলছে কৃষকদের আন্দোলন ও বিক্ষোভ। কৃষকদের বিক্ষোভের মধ্যেই ফের কৃষি বিলের পক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কৃষকদের স্বাধীনতা সহ্য করতে পারছেন না অনেকেই। খোলা মার্কেটে কৃষকরা নিজেদের পণ্য বিক্রি করুক সেটা তাঁরা চাইছেই না, তাঁরা চাইছে মধ্যস্থতাকারীদের মুনাফা অর্জন হোক।

তাঁরা কৃষকদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করছে। মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে "নমামী গঙ্গে মিশন"-এর অন্তর্গত দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে ছ"টি মেগা প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভার্চুয়ালি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। উত্তরাখণ্ডে ছ"টি মেগা প্রকল্পের উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "বিগত দশকে, গঙ্গা নদীকে স্বচ্ছ করার জন্য বহু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, সেই সমস্ত উদ্যোগে হয়তো জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছিল না অথবা দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। তাই গঙ্গা নদীর জল কখনই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়নি।"

কৃষি আইন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, সদ্য সমাপ্ত সংসদের অধিবেশনে কৃষক, শ্রমিক এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বহু সংস্কার আনা হয়েছে। ওই সমস্ত সংস্কারের ফলে শ্রমজীবী মানুষ, যুবসম্প্রদায়, মহিলা, এবং দেশের কৃষকরা শক্তিশালী হবেন। কিন্তু, কিছু মানুষ শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে বিরোধিতা করছে, দেশবাসী সমস্ত কিছু দেখছে। কৃষকরা এখন নিজেদের পণ্য যে কোনও প্রান্তে, যে কোনও স্থানে বিক্রি করতে পারবেন। কেন্দ্র যখন কৃষকদের অধিকার প্রদান করছে, তখন এই সমস্ত মানুষ বিরোধিতা করছে। খোলা মার্কেটে কৃষকরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মক্ষিরানীর আসরে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার,২৯ সেপ্টেম্বর।। শান্তিরবাজারে মক্ষিরানীর আসর থেকে আটক এক যুবক। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার জয়গুরু পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় এক ভারাটিয়া বাড়ীতে প্রতিনিয়ত মক্ষীরানির আনাগোনা থাকে। জানাযায় এই বাড়ীর মালিক মুহুরীপুরের বাসিন্দা। বাড়ীটি ফাঁকা থাকার কারনে জীরানিয়ার বাসিন্দা প্রীতম পাল বাড়ীটি ভারা নিয়ে বাড়ীতে মক্ষীরানির আসর বসিয়ে থাকেন বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। আজ উদয়পুরের বাসিন্দা সেন্টু মিয়া হিন্দু এক নাবালিকে নিয়ে এই বাড়ীতে উপস্থিত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার কিছুসংখ্যক যুবক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাধুর ত্রিশূলের আঘাতে গুরুতর আহত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৯ সেপ্টেম্বর।। সাধুর ত্রিশূলের আঘাতে গুরুতর ভাবে জখম একজন শিক্ষক। আশংকাজনক অবস্থায় বর্তমানে তিনি আই এল এস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে বক্সনগর মানিক্যনগর এলাকায়। আহত শিক্ষকের নাম বিশ্বেন্দু শর্মা। বাড়ি রাজধানীর ইন্দ্রনগর এলাকায়। আহত শিক্ষকের পরিজনদের কাছ থেকে জানা যায়, বিশ্বেন্দু শর্মা মঙ্গলবার স্কুলে যাচ্ছিলেন তখন মানিক্য নগর এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা এক সাধু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশ-ভারত ভার্চুয়াল আলোচনা তিস্তাসহ ছয় নদীর জল বণ্টন সমাধানে আগ্রহী দিল্লী

।। মনির হোসেন।। ঢাকা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। তিস্তাসহ ছয় নদীর জল বণ্টন সমস্যা সমাধানে ভারত আগ্রহ দেখিয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন। মঙ্গলবার ইন্টারনেটে বাংলাদেশ-ভারত ৬ষ্ঠ যৌথ পরামর্শক কমিশনের (জেসিসি) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের সমাধান ছাড়াও তিস্তার জল বণ্টনের বিষয়টি দ্রুত সমাধানের দিকে গুরুত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ।

ভারত সমস্যা সমাধানের আগ্রহ দেখিয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তে মৃত্যু নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, উভয়পই রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের উৎপত্তিস্থলে স্থায়ী প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা করেছে। ভার্চুয়াল এ বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় আবদুল

মোমেন আর ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বাংলাদেশ-ভারত জেসিসির পঞ্চম সভাটি ২০১৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

জল বণ্টন, ভারতের আওতাধীন এলওসি প্রকল্প, যোগাযোগ, বাণিজ্য ও জ্বালানি সহযোগিতার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রেখে বাংলাদেশ-ভারত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ৬ষ্ঠ যৌথ পরামর্শক কমিশনের (জেসিসি) বৈঠক মঙ্গলবার বিকালে হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। ভার্চুয়াল এ বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় আবদুল মোমেন আর ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সভায় দুদেশের মধ্যকার অভিন্ন নদীর জল বন্টনের বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যৌথ নদী কমিশনকে (জেআরসি) সত্যকার অর্থে কার্যকর করার বিষয়টি উত্থাপন করেছে বাংলাদেশ।

২০১০ সালের পর থেকে জেআরসির কোনো বৈঠক হয়নি। গত সোমবার ড় মোমেন বলেন, 'সংক্ষিপ্ত আকারে এ জেসিসি (৬ষ্ঠ) অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে এক ঘণ্টার জন্য এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত আমরা তিন ঘণ্টা ধরে এ আলোচনা করে থাকি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ভারত আমাদের প্রতিবেশী এবং আমাদের ভালো বন্ধু। আলোচনা করার মতো অনেক বিষয়ই আমাদের রয়েছে। কর্মকর্তারা বলেন, অভিন্ন নদীর জল বণ্টন, রোহিঙ্গা এবং বিমান চলাচল সম্পর্কিত বিষয়গুলো এ বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৩৪৩ ◻৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ◻ ১৩ আশ্বিন ◻ বুধবার ◻১৪২৭ বঙ্গাব্দ

পিতামাতার সন্তান

কন্যা ও পুত্র, উভয়েই পিতামাতার সন্তান, অতএব তাহাদের অধিকার এক। এই সহজ সত্যটি কেন এত প্রশ্নের মুখে পড়িতেছে, তাহাই এক বৃহৎ প্রশ্ন। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়াছে, তাহাতে মেয়েদের উত্তরাধিকার বিষয়ে সকল সংশয় ঘুচিবার কথা। কিন্তু ঘুচিবে কি? ২০০৫ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬) সংশোধন হইয়াছিল। তাহাতে স্পষ্ট হয়, যৌথ পরিবারের সকল সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যা সমানাধিকারী। কিন্তু তাহার পরেও বিচিত্র সব সংশয় প্রকাশ করিল সমাজ। যথা, মেয়েদের সমানাধিকার কি ২০০৫ সালের সংশোধনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল? না কি তাহা অতীতেও ছিল, সংশোধন তাহাকে কেবল স্পষ্ট করিল? আদালতে এই প্রশ্ন তুলিয়া কেহ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে, ২০০৫ সালের পূর্বে প্রয়াত ব্যক্তিদের কন্যাসন্তানরা সংশোধিত আইনের বলে সম্পত্তি দাবি করিতে পারিবেন না। কেহ দাবি করিলেন, ২০০৫ সালের পূর্বে যে মেয়েদের জন্ম, তাঁহারা সংশোধিত আইন দেখাইয়া সম্পত্তি দাবি করিতে পারিবেন না। নানা সময়ে বিভিন্ন আদালত এই বিষয়ে নানা প্রকার রায় শুনাইয়াছে, তাহাতে বিভ্রান্তি বাড়িয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির রায়, যৌথ সম্পত্তিতে মেয়েদের সমানাধিকার জন্মগত এবং চিরকালীন, পিতার মৃত্যুর দিন দিয়া তাহাকে খণ্ডিত করা চলিবে না। অর্থাৎ ২০০৫ সালের কোনও বিশেষ মাহাত্ম্য নাই।

যাহা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির বিষয়, তাহা বুঝিতে এত দিন ধরিয়া এতগুলি আদালতের শরণাপন্ন হইতে হইল। তাহা আইনের বয়ানে অস্পষ্টতার জন্য হইতে পারে, আবার বুঝিতে অনিচ্ছাও হইতে পারে। মেয়েদের সমানাধিকার স্বীকার করিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারাজ, এবং কোনও না কোনও প্রকারে প্রশ্নটি ধামাচাপা দিতে উৎসুক। ২০০৫ সালে আইন সংশোধিত হইয়া থাকিলেও বহু রাজ্য সে বিষয়ে নিয়ম প্রণয়ন করিতে বিলম্ব করিয়াছে, এবং তাহার পরেও সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রচার হয় নাই। অধিকাংশ মেয়ে আজও এই ধারণার বশবর্তী যে, বিবাহে প্রদত্ত বরপণ এবং স্ত্রীধন পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পিতামাতা ও বৃহত্তর পরিবার হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য শেষ হইয়াছে। যাঁহারা নিজের অধিকার সম্পর্কে জানেন, তাঁহারাও বৎসরের কয়েকটি দিন পিত্রালয়ে সাদরে গৃহীত হইবার আশায় পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া বিবাদ এড়ান। যৌথ পরিবারের সম্পদে মেয়েদের অংশীদারিত্ব এমনই লোকাচার-বিরোধী এবং নিন্দনীয় বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সমাজ, যে মেয়েরা ভয়ে-লজ্জায় নিজেদের ন্যায্য অধিকার দাবি করিতে সাহস পান না। তদুপরি বঞ্চনা নিশ্চিত করিতে বহু পিতা পুত্রদের নামে সম্পত্তি উইল করিয়া দিতেছেন, যাহাতে কন্যারা দাবি করিতে না পারেন।

পারিবারিক সম্পদ হইতে মেয়েদের এই বঞ্চনা জাতীয় চিত্রে ছাপ ফেলিয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষিজমির অতি সামান্যই মেয়েদের মালিকানাধীন, বসতবাড়ির মালিকানাতেও বঞ্চনার ছাপ স্পষ্ট। গবেষণায় প্রমাণিত যে, বাড়ি ও জমির মালিকানা থাকিলে মেয়েদের উপর স্বামী-শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন কম হইয়া থাকে। অর্থাৎ মেয়েদের উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি কেবল অর্থপ্রাপ্তির নহে, নিরাপত্তার প্রশ্নও বটে। আইন সাম্যের জমি প্রস্তুত করিবে, সমাজ নানা প্রশ্নের বেড়া তুলিয়া তাহার পথ রোধ করিবে এই প্রহসনের কি কোনও শেষ নাই?

২ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী ব্যাপক কৃষক বিক্ষোভ, ২৬-২৭ নভেম্বর ‘দিল্লী চলো’ ডাক

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কৃষক বিরোধী কালো আইনগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবে এআইকেএসসিসি। ক্রমশঃ তা জোরালো করবে। মঙ্গলবার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই ঘোণা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই কৃষকদের প্রতারণাকে উন্মোচিত করার জন্য এআইকেএসসিসির বেশ কয়েকটি রাজ্য ইউনিট ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চল এবং ব্লক স্তরে বা ম্যান্ডি স্তরে সভা, সেমিনার, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, রিলে অনশন, অনশন ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। এআইকেএসসিসি পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ এবং কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও তেলঙ্গানার আন্দোলনসহ সমস্ত সংস্থা এবং তার নিজস্ব রাজ্য ইউনিটগুলির সাথে নিবিড়ভাবে সমন্বয় রাখছে এবং এদের নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরও কর্মসূচী ঘোষণা করতে চলেছে। এরই মধ্যে এআইকেএসসিসি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী সমিতি সমস্ত রাজ্য পর্যায়ের কর্মসূচিকে সমর্থন দিয়েছে, যথা: পাঞ্জাব কৃষক সংস্থার ডাকা রেল রোকো, হরিয়ানার উপ-মুখ্যমন্ত্রী দুস্মন্ত চৌতলার পদত্যাগের দাবীতে তাঁর বাড়ির বাইরে ৬ অক্টোবর বিক্ষোভের ডাক, কর্ণাটক কৃষক সংগঠনগুলোর আহ্বানে কৃষক বিরোধী কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য আইন প্রয়োগ করার বিরুদ্ধে বনধ, প্রতিরোধ সভা ইত্যাদি। এই স্থানীয় বিক্ষোভের সাথে জাতীয় স্তরের কর্মসূচি যুক্ত হবে, যার কয়েকটি নিম্নরূপ:

২ অক্টোবর, ভারতের কৃষকরা সেই রাজনৈতিক নেতা ও প্রতিনিধিদের সামাজিক বয়কট করার প্রতিশ্রুতি নেবে, যাদের দলগুলো এই কৃষক বিরোধী আইনগুলোর বিরোধিতা করেনি। এছাড়া, কেন্দ্রীয় কৃষক বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য গ্রামে গ্রামে সভা করবে।

১৪ অক্টোবর ভারতের কৃষকরা ‘এমএসপি অধিকার দিবস‘ হিসাবে পালন করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মিথ্যা প্রচার যে কৃষকরা স্বামীনাথন কমিশন প্রস্তাবিত এমএসপি পাচ্ছে, তার পর্দা ফাঁস করবে।

সমস্ত প্রতিবাদ কর্মসূচী শেষ হবে ২৬ ও ২৭ নভেম্বর দিল্লিতে এক জাতীয় প্রতিবাদের মাধ্যমে। এআইকেএসসিসি দেশের সমস্ত কৃষকদের ‘দিল্লি চলো’ আহ্বান জানাচ্ছে যাতে এই কৃষকবিরোধী কেন্দ্রীয় সরকার, কৃষকদের ভবিষ্যত এবং জীবিকার উপর তার অমানবিক আক্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ভারতের কৃষকরা বিজয় না পাওয়া পর্যন্ত এআইকেএসসিসি বিশ্রাম নেবে না - আমরা লড়ব, আমরা জিতব!

আগামী ৩ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আগামী ৩ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতেই হবে। প্রয়োজনে প্রশাসনিক কর্তারাই যেন মাঠে নেমে কাজ শুরু করেন। মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় এই নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮ মাস পর উত্তরবঙ্গে গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ফের সেই বার্তাই আরও তীব্রভাবে দিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। টাকা পাওয়া সত্ত্বেও অনেকে কাজ করছেন না বলে রিপোর্ট পেয়েছেন তিনি। এই কথা বলে তাঁদের কড়াভাবে জানিয়ে দিলেন, উদ্বাস্তুদের জমি সমস্যা সমাধান থেকে শুরু করে শ্রম দপ্তরের যেসব কাজ অল্প বাকি আছে, তা এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিলেন। জোর করে কাজ আটকানো কিংবা ঢিলেমি কেউ করলে যে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে, তাও ফের মনে করালেন। বলেন, কোনও অছিলাতেই কাজে গাফিলতি তাঁর না-পসন্দ। উত্তরকন্যায় এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের মাঝপথে তাল কেটে দিল মাইক্রোফোন বিভ্রাট। সাংবাদিকরা শুনতে পাচ্ছেন না, তা বুঝেই বেশ অসন্তুষ্ট হন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে দুর্গাপুজোর বৈঠকের দিনও এমনই বিভ্রাট হয়েছিল। আজও একই সমস্যায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। আজ যিনি এই সংযোগের দায়িত্বে ছিল, তাকে তলব করে কেন সমস্যা হচ্ছে, জানতে চান তিনি। এর জেরে প্রায় মিনিট দশেক বন্ধ ছিল আলোচনা।

বন্ধু হয়ে ওঠা মালয়েশিয়া কি ভারতের হাতে জাকির নায়েককে তুলে দেবে

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মহাতির মহম্মদ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করার পরে, মনে হচ্ছে মালয়েশিয়াও আবার পুরনো ছন্দ ফিরে পেয়েছে। আগের তুলনায় মালয়েশিয়া আরও বেশি বাস্তববাদী হয়ে উঠেছে। এখন মালয়েশিয়া প্রকাশ্যে ভারতের বিরোধিতা করাটা প্রায় বন্ধ করে ফেলেছে। মালয়েশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী মহিউদ্দিন ইয়াসিনকে বেশি বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার ভাষণ তিনি কোন ভারত বিরোধী বক্তব্য রাখেননি। তাঁর বক্তব্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিশ্ব কীভাবে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তার এই ভাষণ থেকে ইতিবাচক দিক পাওয়া গিয়েছে।

মহিউদ্দিন ইয়াসিনের পূর্বসূর মহাতির মহম্মদ সর্বোচ্চ ভারতবিদ্বেষী বক্তব্য রাখতেন। উনি নির্লজ্জভাবে কাশ্মীর ও নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তার বক্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল ভারত। ভারত স্পষ্ট করে বলেছিল যে কাশ্মীর এবং সিএএ অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং মহাতির মহম্মদের কোন অধিকার নেই এই বিষয়ে মন্তব্য করার। মহাতির মহম্মদ জাকির নায়েককে প্রকাশ্য সুরক্ষা দিতেন। এখন জাকির নায়েককে ভারতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা যেতে পারে। তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা চালানো উচিত।

মহাতির মহম্মদের একের পর এক ভারত বিরোধী মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। কেউ এখনও বুঝতে পারছে না যে কেন মহাতির জাকির নায়েককে ভারতের হাতে তুলে দেননি। অযথা কেন তিনি কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তিনি কার পরামর্শে এইসব কাজ করছিলেন। মহাতির প্রশ্ন তুলেছিলেন যে ভারতে যখন সবাই ৭০ বছর ধরে একসঙ্গে রয়েছে তখন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রয়োজনীয়তা কেন হল। এই আইনের জন্য বহু মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। মহাতির এমন দাবি যে অসত্য তা বলাই বাহুল্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘে মালয়েশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী মহিউদ্দিন ইয়াসিনের ভাষণ খুবই মাঝারি মানের ছিল। তিনি একজন বড় পরিপক্ক নেতা হিসেবে ভাষণ দিচ্ছিলেন। যে কোনও দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রত্যাশাই থাকে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মত গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চটিকে ইতিবাচক ভাবে ব্যবহার করবেন। চলতি বছরের মার্চে মহিউদ্দিন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি এমন কোনও কাজ করেননি যা কোনওভাবেই ভারতকে রাগিয়ে তোলে। এক কথায় বলতে গেলে তিনি দুই দেশের সম্পর্কে মজবুত করার জন্য ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন। যাতে ভারতের সাথে তাদের দেশের সম্পর্ক আগের স্বাভাবিক থাকে। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পরে মহাতির দাবি করেছিলেন যে ভারত কাশ্মীর দখল নিল। তখন তিনি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বলেছিলেন যে ভারত কাশ্মীর দখল করেছে। ভারত নিজের যে কোন ভূখণ্ড নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেই অসুবিধা হত মহাতিরের। মনে হচ্ছিল তার আমলে মালয়েশিয়া পাকিস্তানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি ইমরান খানের বিশেষ বন্ধু হিসাবে প্রকাশ্যে চলে এসেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানে যখন শিয়া মুসলমান থেকে শুরু করে আহমদিয়া এবং কাদিয়া সমাজে সহ হিন্দু, শিখ এবং খ্রিস্টানদের ওপর নির্যাতন চলত তখন তিনি মুখ বুজে থাকতেন।

মালয়েশিয়ায় প্রবাসী ভারতীয়দের হুমকি দিতেন

মহাতির মহম্মদ বলছিলেন, 'আমি দুঃখ পেয়েছি যে ভারত যে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে দাবি করে থাকে সে কিছু মুসলমানের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমরা যদি আমাদের দেশে এটি করি তবে জানি না কী হবে? সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা তৈরি হবে। এতে করে প্রভাবিত হবে সকলে। ’ একরকমভাবে মহাতির সেখানে বসবাসকারী প্রায় ৩০ লাখ প্রবাসী ভারতীয়কে সতর্ক করে দিয়েছিল। গোটা বিশ্ব জানে যে মালয়েশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচিত করা হয়। তাদের মন্দিরগুলোকে ক্রমাগত ভাঙ্গা হয়। সেই সময় মহাতির নির্লজ্জের মত চুপ করে থাকতেন। তবে মজার বিষয় হ”ল মহাতির সহ মালয়েশিয়ার প্রায় সকল মুসলমানের পূর্বপুরুষ হলেন অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও কেরলের পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল থেকে জেলে ছিল। যাদেরকে লোভ দেখিয়ে বা জোর করে মুসলমানের পরিণত করে মালয়েশিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এখন একটা প্রত্যাশা দেখা দিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী মহিউদ্দিন ইয়াসিন তার দেশে বসতি স্থাপনকারী ভারতীয় প্রবাসীদের অবস্থার উন্নতি সাধন করবেন। মালয়েশিয়া তৈরিতে ভারতীয়রা বিশাল অবদান রয়েছে। যদি ভারতীয় শ্রমিকরা সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দেয় তবে মালয়েশিয়ার সমস্ত উন্নয়নের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তার বদলে সেখানকার স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে তারা কোন পারিতোষিক পান না। প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনে মালয়েশিয়া থেকে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় আসেন। তারা সেখানে কীভাবে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা সকলেই তাদের যন্ত্রণা বর্ণনা করেন। কেউ কেউ তাদের বেদনাদায়ক কাহিনী বলার সময় কাঁদেও। এদের পূর্ব পুরুষদের বেশিরভাগই তামিলনাডর অন্তর্ভুক্ত। প্রায় দেড়শ বছর আগে ব্রিটিশ সরকার তাদের মজুরির জন্য মালয়েশিয়ায় নিয়ে যায়। তারা এখনও ভারতকে গভীর ভালবাসে। আমার তামিল বংশোদ্ভূত সিঙ্গাপুরের এক ব্যবসায়ী বন্ধুর ভাগ্নী কুয়ালালামপুর একটি সংস্থায় চাকরি করতে গিয়েছিলেন। সংস্থার মালিক তার সাথে বলপূর্বক সম্পর্কে লিপ্ত হন। যখন ওই মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়ে তখন তাকে বিয়ে করার জন্য শর্ত চাপান মালিক। সেই শর্তটি হলো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই সে তাকে তৃতীয় স্ত্রীয়ের মর্যাদা দেবে।

ভারতে ফিরে আসবে জাকির নায়েক

মহিউদ্দিন যদি জাকির নায়েককে ভারতের হাতে প্রত্যার্পন করতে সম্মত হন তবে বলাই যায় যে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নতির নতুন নজির স্পর্শ করবে। জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধারায় ভারতের বিভিন্ন মামলা চলছে। মালয়েশিয়ার আগের প্রধানমন্ত্রী তাকে রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। নায়েক কিছুদিন আগেও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পাকিস্তান সরকার যেন ইসলামাবাদে হিন্দু মন্দির নির্মাণের অনুমতি না দেয়। নায়েক ভারতের শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশকেও বিষাক্ত করে চলেছে। তিনি বিষাক্ত ব্যক্তি। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করাটা তার রক্তে রয়েছ। জাকির নায়েক গত চার বছর ধরে ভারত থেকে পালিয়ে মালয়েশিয়ায় বসতি স্থাপন করেছেন। মহাতির মহম্মদ তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখন মহাতির ক্ষমতার বাইরে। কথিত প্রচারক জাকির নায়েক পুত্রজায়া শহরে থাকেন। প্রত্যেকদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ব্যঙ্গাত্মক প্রচার করে চলেছেন। নায়েক মালয়েশিয়ার হিন্দুদের সম্পর্কেও অনেক অশ্লীল কথা বলেছেন। তিনি একবার বলেছিলেন যে মালয়েশিয়ার হিন্দুরা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ মহাতির চেয়ে মোদীরই বেশি অনুগত। এখন আপনি বুঝতে পারবেন কতটা নিখরচায় ভালবাসার এক প্রকার। নায়েক কোথাও অনুভব করছেন যে এখন তিনি খুব বেশি দিন মালয়েশিয়ায় থাকতে পারবেন না। কারণ, তাঁর রক্ষাকর্তা মহাতির মহম্মদ ক্ষমতার বাইরে রয়েছেন। আশা করা যায় আবারও ভারত এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক আগের মত স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ এবং বরিষ্ঠ সম্পাদক)

শিলঙের কথা শিলঙের ব্যথা মিলেমিশ যেন একাকার

বরুণ দাস

কতো মানুষ যে কতো ভাবে কতো সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন তা ভেবে অনেক সময়ই অবাক হতে হয় বৈকি। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দিয়ে এসব কাজ করে চলেছেন। বইয়ের অন্দরে বিশ্ববার্তা বিভাগে আলোচনার জন্য অনেক বই আসে এবং তা পড়তে গিয়ে হয়তো বা মৌলিক লেখার অনেকটাই ক্ষতি হয় কিন্তু ওইসব লেখা পড়ার পর মনে হয়, মৌলিক লেখার ক্ষতি হলেও জানা যায় অনেক কিছু। তাই বা কম কিসের। সম্প্রতি শিলংয়ের অবসরপ্রাপ্তা প্রবীণ শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী প্রতিমা ভট্টাচার্যের ‘শিলং সময় আমার’ বইটি পড়ার পর এই কথাগুলিই বার বার মনে এলো। এও মনে হয়েছে, বইটি অনেকের ক্ষেত্রেই প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে। মাত্র সাড়ে পাঁচ ফর্মার পেপার-ব্যাক সংকলন। ধনঞ্জয় কুমার কৃত খাসিয়া মহিলার রঙিন ছবিতে মোড়া অত্যন্ত সাদামাটা পুস্তিকা। এখনকার উন্নত প্রযুক্তির ছাপাখানায় নির্মিত ঢাউস রঙিন বোর্ড-বাঁধাই বইয়ের কাছে বড়ো বেমানান লাগবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সুন্দর পাহাড়ি শহর শিলংয়ের একটা সরকারি স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি অঙ্গনা নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চালাতেন লেখিকা। বিশেষ করে স্থানীয় মহিলাদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে কাজ করতো অঙ্গনা।

ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞাতার অংশ বিশেষ তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সাদামাটা কথায়। সমতলে বসে ওই পাহাড়ি শহরের অনেক অজানা কথা জানা যায় এই পুস্তিকায়। যা সচরাচর আমাদের জানার কথা নয়। জানার তেমন সুযোগও নেই। সেই সুযোগই করে দিয়েছেন লেখিতা প্রতিমা ভট্টাচার্য। এজন্য তাঁকে অভিনন্দন। প্রতিটি মানুষ যে সমাজের যেকোনও স্তরেরই হতে পারে, তার নিজস্ব জীবনের আলো-আঁধার, সুখ-দুঃখ, পাওয়ানা প্যায়ার দোলায় দোদুল্যমান। প্রকৃত কথাশিল্পী সেই অবিজ্ঞতা এবং অনুভবকে তারলেখনীর বাঁধনে অটুট বৈভবে সমাজের আঙিনায় উপঢৌকন সাজিয়ে পরিবেশন করেন। প্রতিমা ভট্টাচার্য তেমনটাই করার চেষ্টা করেছেন। বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে উদ্বোধন বর্ষীান সাংবাদিক শঙ্কর রায় যথার্থই বলেছিলেন, অসাধারণ সব কথা লিখেছেন লেখিকা। যদি উপযুক্ত সম্পাদনা করে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো তো এর মূল্য অপরিসীম হতো। একান্ত ব্যক্তিগতভাবে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সংবেদনশীল মননে চিত্রিত করেছেন লেখিতা। যার মধ্যে দিতে ফুটে উঠেছে সেখানকার সমাজও রাষ্ট্রজীবনের চিত্রও। পুরুষতন্ত্রে নানা অনাকাঙ্খিত কথাও উঠে এসেছে নানা প্রসঙ্গে। পরিশেষে উল্লেখ আছে অধ্যাপক শ্যামদাস ভট্টাচার্য অনুদিত পল লিন্ডোর হৃদয়-ছোঁয়া টু হুম ইট মে কনসার্ন কবিতাটির সুন্দর ও সমৃদ্ধ বাংলা তর্জমাও।

শিলংয়ের শিক্ষা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি রাজনীতি সমাজনীতি -কি নেই এই ছোট্ট বইয়ে? সবকিছুকেই সাধ্যমতো নিরপেক্ষক্ষাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখিকা। তিনি প্রমাণ করছেন, যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন। কিন্তু করার অদম্য ইচ্ছে আর তার সঙ্গে যদি নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থাকে তো অনেক অসাধ্য কাজও সম্পন্ন করা যায়। একজন আটপৌরে প্রবাসী বাঙালি মহিলা হয়েও তিনি যে লড়াকু ভূমিকায় সেকানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাকে স্যেলুট জানাতেই হয়। যারা ঘরে বসে বিজ্ঞের মতো কেবল অন্যের তীব্র সমালোচনা করে নিজেরা বড়ো মাপের বীরপুরুষ সাজতে চান, তারা একবার পড়ে দেখুন বইটি। যদি নিজেদের কিছুটা শোধরাতে পারেন। ছোটো ছোটো শিরোনামে এই পুস্তিকায় লেখাগুলি বিন্যাস করা হয়েছে। তবে আরও কিছুটা গোছানো হতে পারতো যদি প্রকাশক একজন যোগ্য ব্যক্তিকে সম্পাদক দিয়ে বইটি সম্পাদনা করাতেন। বানান-সংস্কার বিধি মানা হয়নি। ফলে সাবেকি বানানই রয়ে গেছে। যেমন

বাড়ী (বাড়ি), গাড়ী,(গাড়ি) কাহিনী (কাহিনি) ইত্যাদি নতুন বানানে অভ্যস্থ আজকের দিনের পাঠকের বড়ো চোখে লাগে পুরনো বানান। এছাড়া বাংলা লেকার মধ্যে মাঝেমাঝেই ইংরেজি শব্দের ব্যবহারও দারুণ দৃষ্টিকটু। রোমান হরফে না লিখে বাংলা হরফেই অনায়াসে লেখা যেতো। পুস্তিকাটির কাগজ ও মুদ্রণ মন্দ নয় তবে হরফগুলি অনেকটাই বড়ো। আর বইটির দামও বেশ চড়া। এই লেখিকার প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত আর একটি বই এক মেয়ের মহালয়া। এটিও একান্তভাবেই নিজের কথা। শুরুটা ঠিক এভাবে মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসি মুখ। ছোটোবেলা থেকে বিয়ের আগে পর্যন্ত পরিবারের কথা। বাবা মা বোন ভাই সহ কাকা জেঠাদের কথা। সেই ছোটোবেলায় ওপার বাংলা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে চলে আসার পর আর্থিক ও নানাবিধ সমস্যার কথা অনেকে হয়তো এর মধ্যে তেমন কোনও জমকালো উপাদান পাবেন না, কিন্তু জীবনকথার একটা আলাদা স্বাদ আছে। যে স্বাদের কোনও তুলনা হয় না। অনেকটা প্রৌঢ় কিম্বা বয়স্ক পাঠকের মধ্যে নিজের কথাও খুঁজে পাবেন। আর এখানেই এই আত্মজৈবনিক কাহিনীনি প্রাসঙ্গিকতা। প্রস্তাবনা শিরোনামে লেখিকার আরও সংযোজন,......

‘প্রায় বিস্মৃত ছোটোবেলায় একদিন আমার মাকে, তাঁর বাবা, আমার দাদামশাইকে বলতে শুনেছিলাম, আমাকে মাত্র আট বছরে বিয়ে দিয়েছিলেন। তখন সারদা আইন পাস হয়ে গেছে। আমার দুই বড়দিদি ছোট কমলাকে আইন মেনে উপযুক্ত বয়স হলে বিয়ে দিয়েছেন। আমার বেলা কেন ব্যতিক্রম এই প্রশ্ন আপনাকে করব না। কিন্তু এবার আমার সংসারের কিছু দায়বার আপনাকে নিতে হবে। এভাবেই আত্মকথার চড়া সুর বেঁধে দেন লেখিকা প্রতিমা ভট্টাচার্য। যা শেষকথায় এসে পরিণতি পায়। মাঝখানে পারিবারিক উত্থান পতনের নানাবিধ ঘটনা। সামাজিক চালচিত্রের ঠাস বুনোট যেন। লেখিকার খাদহীন বক্তব্যের তারিফ করতেই হয়। ক’জন নির্দ্ধিধায় বলতে পারেন, মা, বাবার মধ্যে তো আমি কোনও প্রেমের চিহ্ন দেখিনি। আমাদের জন্ম নেহাৎই জৈবিকই মনে হয়। দিতেন, এদের অনেকে অসম্মানেরও ঘর করেছেন। অনেকে পুরষতন্ত্রেরও শিকার ছিলেন। আজও সাধারণ ঘরের মহিলাদের মানিয়ে নিয়ে চলছে হয়। এই পটভূমিকায় লেখিকার মা কিন্তু বিশাল আত্মীয় পরিজন নিয়ে বিবাদ ঝাগড়া সমস্ত সামলে নিয়ে বহু সন্তান ধকার করেও বেস সাবলীল ও সম্মানজনক জীবন যাপন করেছেন।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সুরক্ষা বাহিনীর হাতে উদ্ধার অপহৃত নাবালিকা, গ্রেপ্তার শিশু পাচারকারী

গুয়াহাটি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে কর্তব্যরত আরপিএফ-এর কনষ্টেবল টিও সিঙের হাতে উদ্ধার হয়েছে এক নাবালিকা। রেলওয়ে স্টেশনের সিসিটিভি নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কর্তব্যরত ওই কনস্টেবল দেখেন সন্দেহজনকভাবে এক ব্যক্তি একটি নাবালিকা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি কর্তব্যরত কনষ্টেবল এল রামানন্দ সিংকে অবগত করেন।
রামানন্দ সিং গুয়াহাটি রেল স্টেশনের মুখ্য টিকিট পরিদর্শকের সঙ্গে কথা বলে প্রকাশ্য স্থানে নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে ওই ব্যক্তির সন্দেহজনক আচরণের বিষয় গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। নাবালিকা মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায় আগে কখনও ওই ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় ছিল না। এছাড়া ওই ব্যক্তি জোর করে তার ঘর থেকে চেন্নাই নিয়ে যাওয়ার জন্য পালিয়ে নিয়ে এসেছে।
পরবর্তীতে বিষয়টি গুয়াহাটির রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর পরিদর্শকের নজরে নেওয়া হয়। তিনি মেয়েটির অভিভাবককে জানান হয়। গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে নাবালিকাটি নিখোঁজ ছিল বলে জানা গেছে।
অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর পরিদর্শক উদ্ধারকৃত নাবালিকা এবং সুনীল ঠাকুর নামের ধৃত ব্যক্তিকে গুয়াহাটি জিআরপিএফ থানায় সমঝে দিয়েছেন। মেয়ে পাচারকারী সুনীলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

ডিমা হাসাওয়ে এবার জমবে না দুর্গাপূজা, রয়েছে প্রশাসনিক বিধিনিষেধ

হাফলং (অসম), ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আর এক মাস বাকি নেই। শুরু হয়ে গেছে শারদীয়া দুর্গোৎসবের কাউন্ট ডাউন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসব। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে এবার বাধ সেধেছে করোনার বাড়বাড়ন্ত। পুজো এবার তেমন জমবে না, তা ভেবে নিয়েই তৈরি হচ্ছেন সবাই। কিন্তু করোনার আবহে কোভিড প্রটোকল মেনে এবং সমস্ত সরকারি নিয়ম নীতি মেনেই আয়োজন করতে হবে এবারের পুজো। তাই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো নিয়ে বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা।
করোনার আবহে নেই মানুষের মনে তেমন উৎসাহ। ডিমা হাসাও জেলায় পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যেও নেই উৎসাহ। তাই এবার এই পাহাড়ি জেলায় হচ্ছে না কোনও বারোয়ারি পুজো। করোনার আতঙ্কে এখন সবাই তটস্থ। তাই শুধু মন্দিরে মন্দিরে নিয়ম মেনে হবে পুজো। হাফলং শহরে রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, হাফলং জগন্নাথ মন্দির, হাফলং কালীবাড়ি, হাফলং বাজার কালীমন্দির, লোয়ার হাফলং কালীমন্দির, লোয়ার হাফলং হনুমান মন্দির, বাগেটার দেবী মন্দির এবং হাফলং রেল কলোনির পুজো এবার শুধু নিয়ম মেনেই হবে।
এমনিতে এবার রাস্তার পাশে প্যান্ডাল তৈরি করে পুজোর অনুমতি দেয়নি জেলা প্রশাসন। তাছাড়া পুজো কমিটিগুলিকে সমস্ত কোভিড প্রটোকল মেনে পুজোর আয়োজন করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। এই অবস্থায় হাফলং শহরে বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলো করোনার আবহে এবার পুজোর আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে চলছে। এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে পাঁচ জনের মৃত্যু ঘটেছে ডিমা হাসাও জেলায়। তবে ডিমা হাসাও জেলায় স্থায়ী মন্দিরগুলিতে পুজোর আয়োজন করতে হলে স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি সমস্ত নিয়ম মেনে করতে হবে। পুজোর অঞ্জলিতে ভিড় করা যাবে না। ঠাকুর দর্শনার্থীদের সব স্বাস্থ্য বিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সকলের জন্য মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া দশমীতে কোনও শোভাযাত্রা হবে না। বিসর্জনে শুধু পাঁচ জনই সীমাবদ্ধ থাকবেন। এই অবস্থায় মৃৎশিল্পীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এখন পর্যন্ত কোনও পূজা কমিটি প্রতিমা নির্মাণ করার জন্য কোনও বায়না করেনি। তাই এখনও প্রতিমা নির্মাণে হাত দেননি বলে জানান মৃৎশিল্পী প্রদেশ ভট্টাচার্য। তাই মৃৎশিল্পীদের রোজগার এবার প্রায় বন্ধের পথে। এই অবস্থায় তাঁদের পরিবার প্রতিপালন করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। তাই করোনার আবহে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব যে শুধু নিয়ম রক্ষা করেই পালন হবে তা আর বলার উপেক্ষা রাখে না।

মঙ্গলবার আগরতলায় সিআইটিইউ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

বরপেটা জেলার পাঠশালায় তিনটি স্কুলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সহ করোনায় আক্রান্ত ৯

পাঠশালা (অসম), ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অতিমারি করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতিতে গত প্রায় সাত মাস ধরে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। গত ২১ সেপ্টেম্বর থেকে সরকারের নির্দেশে বেঁধে দেওয়া কোভিড নীতি নিয়ম মেনে স্কুল কলেজ সমেত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে বরপেটা জেলার পাঠশালায় তিনটি স্কুলে আট ছাত্রছাত্রী সমেত এক শিক্ষকের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে পাঠশালার পৃথক তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক মিলে মোট ৮১০ জন আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে নয়জনের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে।
এই পরিস্থিতিতে পঞ্চাশ শতাংশ শিক্ষকদের নিয়ে শত নীতি নিয়ম মেনেও স্কুলে পাঠদান কতটা নিরাপদ তা নিয়ে সচেতন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ফের দৈনিক সর্বাধিক মৃত্যু রাজ্যে

কলকাতা, ২৯সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যে করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার ছুঁতে চলেছে। গত একদিনে ফের ৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। যা এই যাবত সর্বাধিক। এদিকে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৮৮ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৯৬১জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৭.৮০ শতাংশ। তাই রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৬হাজার ৬৪জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৫৩হাজার ৭৬৮জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ২২হাজার ৮০৫জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪৮৯৯জনের। মঙ্গলবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।
এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৬৯১ টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫হাজার ৭৪০টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬০৮ জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪৮, ৮৯৮জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১৫জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৬৯৯জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫১৪৩জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৩৪জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৩০৪জন।
এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ৪৩ হাজার ৭৫৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩১লাখ ৮৩হাজার ৬৯৭টি। এখন রাজ্যে ৮০টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

শুভেন্দু অধিকারীর আরোগ্য কামনায় বিশাল পুজা পাঠের আয়োজন নেতাই গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নেতাই গ্রামে নেতাই শহিদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আরোগ্য কামনায় এক বিশাল পুজা পাঠের আয়োজন করা হয়েছেলি। মঙ্গলবার লালগড়ের নেতাই গ্রামে স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে গ্রামে শিবের থানে পুজা দেওয়া হয়।হয় যজ্ঞ এবং গীতা পাঠ, চন্ডীপাঠ করা হয়।পুজা শেষে গ্রামবাসীদের মধ্যে খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়।
এদিন পুজা পাঠের পাশাপাশি নেতাই গ্রামে নেতাই গণহত্যায় শহিদের স্মৃতিতে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হয়।উল্লেখ্য নেতাই গণ হত্যার ঘটনার পর থেকে রাজ্যের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রতিবছর ওই দিনটিতে নেতাই গ্রামে আসেন।নেতাই গ্রামের মানুষের প্রয়োজনে সুখে ,দুঃখে পাশে থাকেন।এদিন স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে শুভেন্দু বাবু এবং তার মায়ের আরোগ্য কামনায় এই পুজানুষ্ঠান ঘিরে গ্রামের শহিদ পরিবার গুলি সহ পুরো গ্রামের মানুষ জন অংশ নিয়েছিলেন।
উল্লেখ্য ২০১১ সালে সাত জানুয়ারী নেতাই গ্রামে হার্মাদদের গুলিতে প্রান হারিয়ে ছিলেন গ্রামের চার মহিলা সহ মোট নয় জন।আহত হয়েছিলেন গ্রামের ২৮ জন।হার্মাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেতাই গ্রামের মানুষ জন প্রতিবাদ করেছিলেন।তারা অত্যাচার না মানতে চেয়ে গ্রামের সিপিএম নেতার বাড়ির সামনে জড় হয়েছিলেন।তারা কথা বলতে চয়েছিলেন।কিন্তু নিরস্ত্র সেই গ্রামের মহিলা পুরুষের উপর সিপিএম নেতার বাড়ি থেকে ছুটে এসেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি।প্রান হারিয়ে ছিলেন নয়।সেই ঘটনার পর থেকে শুভেন্দু অধিকারী গ্রামবাসীদের পাশে ছিলেন এবং এখনো প্রতিবছর তিনি নিয়ম করে সাত জানুয়ারি নেতাই গ্রামে আসেন শহিদ বেদিতে মাল্য দান করেন এবং গ্রামের মানুষদের সাহায্য করনে। গ্রামের মানুষ জন শুভেন্দু বাবুকে আলাদা ভাবে কাছের মানুষ মনে করেন।এদিন তাঁর আরোগ্য কামনায় পুজা ঘিরে গ্রামের মানুষদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।পুজা শেষে খিচুড়ি প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন তার।নেতাই শহিদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির সভাপতি দ্বারকানাথ পান্ডা বলেন " এদিন শুভেন্দু বাবু এবং তার মায়ের আরোগ্য কামনায় স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে শিব পুজা,যজ্ঞ,গীতা পাঠ, চন্ডিপাঠ হয়েছিল। গ্রামবাসীদের খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই উনি খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুন এই কমানা করি।" জামবনি ব্লকের কৃষি দফতরের কর্মী স্নেহাশিষ ভকৎ বলেন " আমরা ওনার অনুগামীরা চাই দাদা এবং ওনার মা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।'

বেহাল করিমগঞ্জ-সুতারকান্দি জাতীয় সড়ক, সংস্কারের দাবিতে পূর্তকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ বিজেপি প্রতিনিধি দলের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ-সুতারকান্দি জাতীয় সড়কের দুরবস্থা নিয়ে মঙ্গলবার পূর্ত বিভাগের অ্যাডিশনাল এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী বাস্তুকার) এএইচ খানের সঙ্গে শহর মণ্ডল বিজেপি সভাপতি সঞ্জীব বণিকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেছে। বিভাগীয় এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অনুপস্থিতিতে তাঁরা অ্যাডিশনাল এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন।
আজকের আলোচনায় প্রতিনিধি দল অ্যাডিশনাল ইঞ্জিনিয়ারকে চেপে ধরলে তিনি জানান, পুজোর আগে সড়কের মূল কাজ শুরু হবে না। তবে পুজোর জন্যিশহর এলাকায় কিছু সংস্কার কাজ হবে। এ প্রসঙ্গে সঞ্জীব বণিক জানান, আসন্ন দুর্গা পুজোর আগে মেইন রোড অর্থাৎ পুরনো পেট্রোল পাম্প থেকে সেটেলমেন্ট পযর্ন গর্ত ভরাটের কাজ হবে। এই আশ্বাস অ্যাডিশনাল এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দিয়েছেন বলে জানান সঞ্জীব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন ওয়ার্ড কমিশনার রিন্টু ভট্টাচার্য, অসীম দেব, সুরজিৎ পোদ্দার, জগদীশ রায় প্রমুখ।
এই সড়কের জন্যগ যোলো কোটি টাকা বহু দিন আগে বরাদ্দ হয়েছে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে করোনা অতিমারির জন্য কাজ করতে দেরির কথা জানানো হয় বিভাগীয় তরফে। প্রাক্তন বিধায়ক মিশন রঞ্জন দাস সড়ক নিয়ে সরব হলে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শীঘ্রই কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
স্টেশন রোডে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে সুতারকান্দি আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যন্ত জাতীয় সড়কে কয়েক হাজার গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির জলে গর্তগুলো ভরাট হলে চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। যাত্রী নিয়ে চলাচলকারী ছোট গাড়িগুলোকে সড়কের বেহাল অবস্থার জন্য প্রায়দিন দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে। এ ধরনের বিপদসংকুল গর্তগুলো দ্রুত ভরাট না করলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুজোর সময় পুলিশ ডিউটির জন্য বাস দিতে নারাজ সংগঠন

কলকাতা, ২৯সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে প্রতিবছরের মত এবছরও রাজ্য পুলিশের সহায়তায় বাস দেওয়া সম্ভব নয়। স্পষ্ট জানিয়ে দিল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'প্রতি বছর কলকাতা পুলিশ দুর্গা ও কালিপূজা উপলক্ষে বেসরকারি বাস কলকাতার রাস্তা থেকে তুলে নেয়। নিজেদের কাজের স্বার্থে নির্দিষ্ট সময়ে এর জন্য রিকুইজিশন করে। কিন্তু এবছর আমরা পুলিশকে চিঠি দিচ্ছি, যেহেতু করোনা পরিস্থিতি চলছে। তাই এখন পযন্ত বেশীর ভাগ শ্রমিক কাজে যোগ দেয় নি'।
তপনবাবু আরও বলেন, 'এমনিতেই রাস্তায় বাস কম চলছে। আর তা ছাড়া ২৪ ঘন্টা বাসে থেকে কোন কর্মচারি কাজ করতে চাইছে না। আমরা পুলিশ কমিশনারকে অনুরোধ করছি করোনা পরিস্থিতির জন্য কলকাতা সহ আস পাসের জেলা হতে যাতে কোন বেসরকারি বাস পুলিশ ডিউটির জন্য রিকুইজিশন না করতে'।

দলীয় কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার বিজেপির মণ্ডল সভাপতি

হাওড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): এবার তোলাবাজি ও মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল হয়েছিলেন বিজেপির হাওড়া জেলার বালি মণ্ডল-১'র সভাপতি রাজা গোস্বামীকে। মঙ্গলবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার দীঘার একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে।
অভিযোগ ওঠে, আমফানের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল হাওড়া শহরের বালি বাজার এলাকার গোস্বামীপাড়ার বাসিন্দা তথা বিজেপির সক্রিয় কর্মী সৌরভ পালের বাড়ি। সেই বাড়ি সারাবার জন্য তিনি দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপির হাওড়া জেলার বালি মণ্ডল-১'র সভাপতি রাজা গোস্বামীর কাছে। কিন্তু রাজ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ১০ হাজার টাকা দিলে তবেই রাজ্য সরকারের দেওয়া ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেবেন তিনি। সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন সৌরভ। সরকারের দেওয়া ক্ষতিপূরণ পেলেও বাড়ি সারাতে প্রায় ৩০ হাজার টাকা পড়ে যায় ওই বিজেপি কর্মীর। তার জেরে রাজাকে সরকারি ক্ষতিপূরণের টাকার বখরা দিতে পারেননি ওই বিজেপি কর্মী। এরপরেই শুরু হয় সৌরভের ওপর রাজার হুমকি ধমকি। এমনকি একদিন রাস্তায় তাঁকে মারধরও করে রাজা। সেই সময় সৌরভের কাছে থাকা ১২ হাজার টাকাও ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজার বিরুদ্ধে। এরপরই মধ্য হাওড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়ের শরণাপন্ন হন সৌরভ। একই সঙ্গে বালি থানায় রাজা গোস্বামীর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, টাকা ছিনতাই ও মারধরের অভিযোগও দায়ের করেন তিনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার দীঘার একটি হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয় রাজাকে। বালি থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে এই গ্রেফতারি করেছে।
বালি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৮ আগস্ট সৌরভ পাল নামে ওই বিজেপি কর্মী রাজার নামে বালি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তারপর থেকে গা ঢাকা দিয়েছিল বালি-১ মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি রাজা গোস্বামী। তবে তারপরেও সৌরভের কাছে হুমকি ফোন আসছিল ওই অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য। কিন্তু সৌরভ সেই অভিযোগ তোলেনি। এরপরই এই গ্রেফতারি। এদিন দুপুরের মধ্যেই রাজাকে দীঘা থেকে বালি থানায় নিয়ে এসে হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। সেখানে পুলিশ রাজাকে ৫ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়েছে। একই সঙ্গে পুলিশ সৌরভের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেছে।

স্পঞ্জ আয়রন কারখানা থেকে এলাকায় দূষণ ছড়ানার অভিযোগে ডেপুটেশন জমা ঝাড়গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানকে

ঝাড়গ্রাম, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা থেকে এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে এই অভিযোগ তুলে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে ডেপুটেশন দিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের জিতুশোলে অবস্থিত এই স্পঞ্জ আয়রন কারখানাটি এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে বলে শালবনী ৬ অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্পনা মাহাতকে ডেপুটেশন দেন বাগমুড়ি সহ পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দারা।
বাসিন্দাদের অভিযোগ ওই কারখানাটি যে পরিমান দূষণ ছড়াচ্ছে তাতে আগামী ৫ বছরের মধ্যে ওই এলাকায় বসবাস করা যাবে না। এমনকি ভূ গর্ভস্থ জল অতিরিক্ত পরিমানে তুলে নেওয়ার ফলে এলাকার কুঁয়ো, সাবমার্সেবল গুলিতে জল শুকিয়ে যায়। যার ফলে গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের সমস্যায় পড়েন এলাকার মানুষজনেরা। এত কিছু সমস্যার হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নতুন করে আরও একটি লোহা কারখানা তৈরীর জন্য ট্রেড লাইন্সেস দিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের বাগমুড়ি গ্রামের বাসিন্দা শুযেন মাহাত, কুহেলী মাহাতরা বলেন' জিতুশোলে এলাকায় একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা রয়েছে। আবার নতুন করে একটি কারখানা করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ট্রেড লাইন্সেস দিয়েছেন। আমরা এই ট্রেড লাইন্সেস বাতিল করার জন্য বলেছি। 'এবিষয়ে শালবনী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্পনা মাহাত বলেন 'গ্রামের বাসিন্দারা আমাকে একটি ডেপুটেশন দিয়েছেন। আমি এবিষয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবো।

আকাশবাণী গুয়াহাটির প্রাক্তন কর্মী গোলাপ শইকিয়ার স্মৃতিতে সংবাদ পাঠের প্রতিযোগিতা

গুয়াহাটি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অতিমারি করোনায় আক্রান্ত হয়ে দিন-কয়েক আগে আকাশবাণী গুয়াহাটির প্রাক্তন কর্মী তথা খবর পাঠক গোলাপ শইকিয়ার মৃত্যু হয়েছে। আকাশবাণী সংগীত ও নাটকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই শিল্পীর স্মৃতিতে কেন্দ্রের তরফ থেকে খবর পাঠের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারীকে আগামী ৪ অক্টোবর বিকেল চারটার মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯৭১৬৬৮০৯৬৯ অথবা ৯৬৭৮২০৯৪২৪ যে কোনও একটিতে খবর পরিবেশনের এক মিনিটের অডিও পাঠাতে হবে।
তিনটি শাখায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ক শাখায় অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত, খ শাখায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং গ শাখায় স্নাতকোত্তর উর্ধ যে কোনও কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে।
অডিও প্রেরককে অসমের যে কোনও একটি ঘটনা সম্পর্কে এক মিনিটের মধ্যে সুন্দর করে স্পষ্ট উচ্চারণ এবং নির্দিধায় না আটকে আকাশবাণীর খবর পরিবেশনের আদলে পাঠ করে অডিওটি পাঠাতে হবে। খবর রেকর্ডিং করার আগে নিজের নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। সমস্ত কিছু এক মিনিটের মধ্যে করতে হবে। নাম, ঠিকানা এবং বয়সের উল্লেখ না থাকলে প্রেরিত অডিওটি গ্রহণযোগ্য হবে না। বিজয়ী প্রতিযোগীদের নগদ অর্থ এবং একেকটি রেডিও পুরস্কার দেওয়া হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে আয়োজকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

করোনায় ভয়াবহ পরিস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে চলেছে। স্কুল-কলেজ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন দফতর সক্রিয়ভাবে খুলে যাওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। বিশ্বজুড়ে করোনায় দশ লক্ষ নিহতদের মধ্যে দু লক্ষ বেশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। যদিও ব্রাজিল মেক্সিকো এবং ভারতের অবস্থা ভয়াবহ। প্রায় প্রতিদিনই দেশগুলোতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৭০ লক্ষের বেশি।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামারী বিশেষজ্ঞ ডা: অ্যাথনি ফোচি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে গোটা দেশ। কয়েকটি জায়গায় করোনা নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও। যেসব এলাকায় সবথেকে বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মাস্ক না পড়া এবং দূরত্ব বৃদ্ধি না মানার জন্য আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ফ্লোরিডার মতন রাজ্যে পানশালা এবং রেস্তোরাঁ খুলে দেওয়া হয়েছে। এতে করে আক্রান্ত আরও বৃদ্ধি পাবে। করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হাসপাতালের পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চল্লিশটির ও বেশি রাজ্যে প্রত্যেকদিন আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে হলদিবাড়িতে খুলছে শিশু উদ্যান

হলদিবাড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা কালে শিশুদের একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি দিতে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় খোলা হচ্ছে কোচবিহারের হলদিবাড়ি শহরের শিশু উদ্যান। এমন খবরে উচ্ছসিত শহরের শিশুরা। উৎসবের প্রাক মুহূর্তে শিশু উদ্যান খোলার সিদ্ধান্তে খুশি তারা। তবে করোনা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়ায় সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে উদ্যান খোলা হবে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই সে বিষয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে। শিশুদের খেলার উপযোগী করতে শহরে থাকা দুটি উদ্যান চত্বরের আগাছা ও ঘাস কাটা হচ্ছে।
করোনা সংকটের কারণে অন্য শিশু উদ্যানের মতো হলদিবাড়ি শহরের উত্তরপাড়ার শিশু উদ্যানটিও বিগত কয়েকমাস ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে গ্রিন সিটি প্রকল্পের প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই উদ্যান চত্বরটি ঝোপঝাড় ও আগাছায় ছেয়ে গিয়েছে। পুরু ধুলোর আস্তরণ জমেছে স্লিপার, ঢেকি সহ শিশুদের অন্য খেলার সরঞ্জামগুলিতে। সাপখোপের আবাসে পরিণত হয়েছে উদ্যান চত্বরটি। একই অবস্থা হলদিবাড়ি শহরের মেলার মাঠের শিশু উদ্যানটির। এবার স্বাস্থ্যবিধি মেনে হলদিবাড়ি শহরের দুটি শিশু উদ্যানই খোলার ব্যবস্থা করা হবে।

মঙ্গলবার আগরতলায় ডিওয়াইএফ কর্মীরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

মাদক কেলেঙ্কারিতে দীপিকাকে জেরা, পাশে নেই রণবীর

ভারতীয় বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের খবরে দেখা যায়, মুখে মাস্ক পরে দীপিকা তাঁর কালো রঙের মহারাষ্ট্র ০১ডিবি১৪৮৯ নম্বর গাড়ি থেকে নেমে সোজা ঢুকে পড়ছেন জিজ্ঞাসাবাদকক্ষের দিকে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন না স্বামী রণবীর সিং।মাদক কেলেঙ্কারিতে একের পর এক বলিউড তারকার নাম উঠে আসছে। ভারতের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর (এনসিবি) তদন্তে এমন তারকাদের নাম উঠে আসছে যে শুনে চোখ কপালে উঠে যায়। ইতিমধ্যে মাদক কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকায় বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে মাদক কেলেঙ্কারিতে এ মুহূর্তে সবচেয়ে অবাক করার মতো নামটি হলো দীপিকা পাড়ুকোন।সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে আগেই সমন পাঠানো হয়েছিল। মানসিক অবসাদের কারণ দেখিয়ে দীপিকার পক্ষে আবেদন করা হয়েছিল, যেন তাঁকে সশরীর জেরা থেকে দূরে রাখা হয়। সে আবেদন টেকেনি। তাই বাধ্য হয়ে অবশেষে আজ দীপিকা পাড়ুকোন হাজির হলেন তদন্ত কমিটির সামনে। সকাল ১০টায় সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে দক্ষিণ মুম্বাইয়ে এনসিবির গেস্ট হাউসে পৌঁছান দীপিকা।

ভারতীয় বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের খবরে দেখা যায়, মুখে মাস্ক পরে দীপিকা তাঁর কালো রঙের মহারাষ্ট্র ০১ডিবি১৪৮৯ নম্বর গাড়ি থেকে নেমে সোজা ঢুকে পড়ছেন জিজ্ঞাসাবাদকক্ষের দিকে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন না স্বামী রণবীর সিং। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দীপিকাকে ভেতরে নিয়ে যান নিরাপত্তাকর্মীরা। দীপিকা পাড়ুকোনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন মামলার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে পি এস মালহোত্রা। উপস্থিত রয়েছেন নারী কর্মকর্তাও।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত খবরের সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরের পর যেকোনো সময় অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর ও সারা আলী খানও আসবেন এনসিবির কার্যালয়ে। গতকাল শুক্রবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় রাকুলপ্রীত সিং, দীপিকার ম্যানেজার কারিশমা প্রকাশ এবং ধর্ম প্রোডাকশনসের কার্যনির্বাহী প্রযোজক খিতিজ রবিকে।

প্রায় চার ঘণ্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। আর রাকুল নাকি এনসিবির জেরার মুখে তাঁর বাসায় মাদক রাখার কথা স্বীকার করেছেন। রাকুলের দাবি যে এই মাদক রিয়া চক্রবর্তী তাঁকে রাখতে দিয়েছিলেন। এনসিবি এই বলিউড নায়িকার বাসা থেকে মাদক উদ্ধার করেছে।গত সপ্তাহে ভারতের শীর্ষস্থানীয় এক চ্যানেল তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, ড্রাগ চ্যাটে 'ডি', অর্থাৎ দীপিকা ড্রাগ চেয়ে পাঠিয়েছেন 'কে'-এর কাছে। কে এই 'কে'? এর আগে এনসিবির ড্রাগ চ্যাট তদন্তে দেখা গেছে 'এন', 'জে', 'এস', 'ডি', 'আর', 'কে'র মধ্যে মাদক পরিবহন নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। আর এই 'ডি' অক্ষরের পেছনে দীপিকারই নাম প্রকাশ করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে ভারতের শীর্ষস্থানীয় এক চ্যানেল তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, ড্রাগ চ্যাটে 'ডি', অর্থাৎ দীপিকা ড্রাগ চেয়ে পাঠিয়েছেন 'কে'-এর কাছে। কে এই 'কে'? এই 'কে'-এর নাম কারিশমা, যিনি ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সিতে কাজ করেন। দীপিকার জবাবে কারিশমা জানান, 'আছে, কিন্তু আমার বাসায়। আমি এখন বান্দ্রায়।' কারিশমা আরও বলেছেন, 'যদি বলেন তো অমিতকে জিজ্ঞেস করতে পারি।' দীপিকা পাল্টা জবাব দেন, 'হ্যাঁ, প্লিজ।' কারিশমা উত্তরে বলেন, 'অমিতের কাছে আছে, সে নিয়ে যাচ্ছে।' দীপিকা বলেন, 'হ্যাশ, বিড না।' এসব সূত্রে আজ দীপিকাকে যেতে হলো তদন্ত কমিটির সামনে।প্রসঙ্গত, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর পক্ষে মাদক নিয়ে তদন্ত চলাকালীন দুটো এফআইআর করা হয়েছে। এর আগে ইডির বাজেয়াপ্ত করা রিয়ার ফোনে মাদক চ্যাটের জন্য রিয়াসহ মোট ছয়জনের নামে এফআইআর করা হয়।এনসিবির তালিকায় মুম্বাইয়ের বিনোদনজগতের ৫০ জনের বেশি অভিনয়শিল্পীর নাম আছে। বেরিয়ে আসছে আরও অনেকের নাম। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, এনসিবি হৃতিক রোশন, রণবীর সিং, শহীদ কাপুর আর অর্জুন রামপালকে সমন পাঠাতে পারে।জানা গেছে, এই সংস্থা বলিউড ড্রাগ মাফিয়া নেক্সসের সঙ্গে হৃতিকের সংযোগ নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। ২০১৭ সালে এই বলিউড সুপারস্টার শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বিরতি নিয়েছিলেন। আর ওই সময় হৃতিক লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এ ঘটনার দিকে যাঁরা তাকিয়ে আছেন, তাঁরা আছেন আরও কত কী দেখতে হয় সেই অপেক্ষায়।

লতার জন্মদিনে স্মৃতিকাতর আশা

'সারা দেশে অনেকেই এখন আমার জন্মদিন উদ্‌যাপন করছেন। আমার জন্য প্রার্থনা করছেন। ভালো লাগে। আমার ছোটবেলার জন্মদিনের কিছু স্মৃতি আছে। যেখানে জন্ম এবং বড় হওয়া, সেখানে ঘটা করে জন্মদিন পালন করা হতো না। তেমন রেওয়াজ ছিল না। জন্মদিনের দিন সকালে মা (শেবন্তী মঙ্গেশকর) পূজা করতেন। পূজা শেষ করে বাড়িতে তৈরি মিষ্টি কিছু খেতে দিতেন। এই স্মৃতিগুলো আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের।' বছর দুয়েক আগে জন্মদিন উপলক্ষে সর্বভারতীয় সংবাদপত্র হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছিলেন উপমহাদেশের কিংবদন্তিতুল্য কণ্ঠশিল্পী লতা মঙ্গেশকর।

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর উপমহাদেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের ৯১তম জন্মবার্ষিকী। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রিয় সংগীতশিল্পীকে নিজের মতো করেই শুভেচ্ছা জানালেন তারকা, রাজনীতিবিদ ও ভক্তরা। বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ধারার গানে যিনি আজও মুগ্ধ করে রেখেছেন বাংলার শ্রোতাসমাজকে। তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তায় যেন উপচে পড়ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। দিনের শুরুতে বোন আশা ভোসলে পুরোনো একটি ছবি আপলোড করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নব্বয়োর্ধ সুরসম্রাজ্ঞী বোনকে নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'দিদিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। গান আর লতা মঙ্গেশকরের নাম পরস্পর সংযুক্ত। এখানে আমাদের বোনদের ছবি, যেখানে দিদি সামনে বসে আছেন। আমি পেছনে দাঁড়িয়ে।' এ ছবিটি শেয়ার করে বলিউডের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী এ আর রহমান শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অগ্রজ শিল্পীকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইট করে জানিয়েছেন, তাঁর প্রিয় লতা দিদির সঙ্গে কথা হয়েছে এবং তিনি তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন, তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনাও করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে লতা মঙ্গেশকরকে শুভেচ্ছা জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন লতা মঙ্গেশকরকে। লিখেছেন 'লতা মঙ্গেশকর গান দিয়ে সারা বিশ্বের জনগণের হৃদয়ে রাজত্ব করছেন, তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর সুস্থ জীবন এবং দীর্ঘ আয়ুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।' এ ছাড়া মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার, মন্ত্রী অনিল দেশমুখ, একনাথ শিন্ডে, নওয়াব মালিক, নীতিন রাউত, এনসিপি প্রেসিডেন্ট শারদ পাওয়ার শুভেচ্ছা জানান লতাকে।

নিজের জন্মদিনের স্মৃতিচারণা করে এক সাক্ষাৎকারে লতা মঙ্গেশকর বলেন, 'আমার বাবা যখন মারা যান, তখন আমার বয়স পাঁচ। বাবার (দীননাথ মঙ্গেশকর) মৃত্যুর পর আমাদের পারিবারিক অবস্থা খুবই সংকটপূর্ণ হয়ে পড়ে। মা আমাদের নিয়ে হিমশিম খেয়েছেন। তাই ওই সময় আলাদা করে জন্মদিন নিয়ে ভাবার সময় পাইনি। তবে আমার কাছে জন্মদিনের সেরা উপহার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ। জন্মদিনে তাঁদের কথা বেশি মনে পড়ে।'

১৯২৯ সালে ভারতের ইন্দোরে জন্মেছিলেন লতা মঙ্গেশকর। তাঁর গান ভারত ছাপিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে বিশ্বসংগীতের দরবারে। লতার বয়স যখন মাত্র ১৩ বছর, ১৯৪২ সালের ২৪ এপ্রিল হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাবা দীননাথ মঙ্গেশকর মারা যান। বাবার কাছেই ছোটবেলায় গানের অ আ শিখেছিলেন দুই বোন লতা ও আশা। তিনি ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী ও মঞ্চের অভিনেতা।

মৃত্যুর সময় তেমন কিছু রেখে যেতে পারেননি দীননাথ। পাঁচ সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন লতাদের মা। কে ধরবে সংসারের হাল? গুরুদায়িত্বটা নিতে হলো কিশোরী লতাকে। সে সময় বাবার বন্ধু নবযুগ চিত্রপট চলচ্চিত্র কোম্পানির মালিক মাস্টার বিনায়ক পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ছোটবেলায় মাঝেমধ্যে চলচ্চিত্রে গান গেয়েছেন লতা। কিন্তু বিনায়ক তাঁকে গান আর অভিনয়দুটিকেই ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে শেখালেন। মারাঠি চলচ্চিত্রে গাওয়া তাঁর 'খেলু সারি মানি হাউস ভারি' গানটি সিনেমা থেকে বাদ পড়ে যায়। দমে যাননি লতা। মাস্টার বিনায়ক তাঁর চলচ্চিত্র 'পাহিলি মঙ্গলা-গৌর'-এ লতা মঙ্গেশকরের জন্য ছোট একটি চরিত্র রেখেছিলেন। এ চলচ্চিত্রে দাদা চান্দেকারের লেখা গান 'নাটালি চৈত্রাচি নাভালাল'-এ কণ্ঠ দেন তিনি। তখনো চলছে তাঁর জীবনের সঙ্গে নিত্যদিনের যুদ্ধ। চলচ্চিত্রের জীবনকে কখনো আপন করে নিতে পারেননি তিনি।একদিন কাজ থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরলেন। মাকে বলেছিলেন, কৃত্রিম অভিনয়ের এ জগৎ তাঁর ভালো লাগে না। কিন্তু কিছু করার ছিল না। পরিবারের দায়িত্ব যে তাঁর কাঁধে! বসন্ত যুগলকরের 'আপ কি সেবা ম্যায়' চলচ্চিত্রে প্রথম হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্রের জন্য গাইলেন 'পা লাগো কার জোরি' গানটি।

বিনায়কের মৃত্যুর পর সংগীত পরিচালক গুলাম হায়দার হন লতার গুরু। নিজের এক জন্মদিনে লতা বলেছিলেন, গুলাম হায়দার তাঁর জীবনে 'গডফাদার' ছিলেন। গুলাম হায়দারের হাত ধরে তাঁর জীবনে সুযোগ এল 'মজবুর' চলচ্চিত্রে 'দিল মেরা তোড়া, মুঝে কাহি কা না ছোড়া' গানটি গাওয়ার। এই এক গানের কারণেই বলিউড নতুন এই গায়িকাকে নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়। জীবনের প্রথম বড় ধরনের হিট 'মহল' চলচ্চিত্রের 'আয়েগা আনেওয়ালা' গানটি, যে গানে ঠোঁট মেলান মধুবালা।

আত্মহত্যা করেছেন জাপানের জনপ্রিয় তারকা

জাপানের বিনোদন জগতের শিল্পীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন শিল্পী আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল রোববার সেই তালিকায় যোগ হয়েছে আরেকটি নাম, তাকেউচি ইউকো। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর।

বিবিসি জানিয়েছে, রোববার রাত দুইটায় টোকিওর শিবুইয়া ওয়ার্ডে নিজ বাসা থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। টোকিও পুলিশ বলছে, পরিস্থিতির বিশ্লেষণে তাদের ধারণা, তাকেউচি ইউকো আত্মহত্যা করেছেন। জাপানের জনপ্রিয় এই শিল্পী অনেক সিনেমা ও টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করেছেন। ১৯৯৯ সালে জাপানের রাষ্ট্রয়ত্ত টিভি চ্যানেল এনএইচকেতে শুরু হওয়া একটি ধারাবাহিকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভিনেত্রী ছিলেন তিনি। এ ছাড়া ২০১৬ সালে প্রচারিত এনএইচকের একটি ঐতিহাসিক নাটকেও তিনি অভিনয় করেছিলেন।

ইউকোর মৃত্যু আবারও প্রশ্ন তুলেছে দেশটির আত্মহত্যা নিয়ে। বিবিসি জানায়, গত কয়েক মাসে জাপানে ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকজন অভিনেতা এবং রিয়েলিটি শোর তারকা আত্মহত্যা করেছেন। চলতি মাসের শুরুতেই আত্মহত্যা করেন আসিনা নামের এক অভিনেত্রী। গত জুলাই মাসে আত্মহত্যা করেছেন অভিনেতা হারুমা মিউরা। তিনি ছিলেন বেশ জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত। জাপান টাইমস সূত্র জানিয়েছে, টোকিওতে নিজ বাসায় ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৩০ বছর বয়সী মিউরাকে। তাঁর বাড়ি থেকে সুইসাইড নোটও উদ্ধার করা হয়। 'ব্লাডি মনডে', 'লাস্ট সিন্ডেরেলা', 'গোকুসেন'-এর মতো একাধিক হিট টিভি সিরিজে অভিনয় করেছিলেন হারুমা। খুব অল্প বয়সেই অভিনয়জীবন শুরু হয় মিউরার। মাত্র সাত বছর বয়সে 'আগরি' ড্রামায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এরপর 'কোইজোরা' (২০০৭) , 'কিমি নি তোদকে'—এর (২০১০) মতো হিট ছবিতে দেখা গেছে তাঁকে। ২০১৫ সালে ফাইটার পাইলটের বাস্তব কাহিনিনির্ভর ছবি 'দ্য ইটারনাল জিরো'তে অভিনয় করে পুরস্কার পান তিনি।

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জাপানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭০ জন মানুষ আত্মহত্যা করে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশে আত্মহত্যার হার এত ব্যাপক নয়। আর্থসামাজিক এবং ঐতিহাসিক কারণে জাপানে মানুষের আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। লজ্জা বা অসম্মান ঢাকার উপায় হিসেবে অনেক দিন ধরে জাপানিরা আত্মহত্যার ভুল পথ বেছে নেন। এমনও মনে করা হয়, দেশটির মানুষের রয়েছে মানসিক ভারসাম্যহীনতা এবং একাকিত্ব। যা তাঁদের আত্মহত্যার পথে তাড়িত করে।২০০৭ সালে জাপান সরকার আত্মহত্যা প্রতিরোধ কর্মসূচি হাতে নেয়। ২০১৬ সালে এই কর্মসূচির সঙ্গে যোগ হয় আরও নতুন সব কর্মসূচি। কারখানাগুলোতে কর্মচারীরা কী পরিমাণ কাজের চাপে রয়েছেন, প্রতিবছর সেটা যাচাই করা বাধ্যতামূলক বলেও ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার।

শাহরুখ রেঁধেছেন, খেয়েছেন গৌরী

করোনাকালে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো বলিউড তারকারাও কাটিয়েছেন গৃহবন্দী দশায়। পরিবারের সঙ্গে এক ছাদের নিচে তাঁরাও আর সবার মতো সাদামাটা জীবন যাপন করেছেন। রেঁধেছেন, বেড়েছেন, খেয়েছেন, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। বলিউডের 'বাদশা' শাহরুখ খানও এর ব্যতিক্রম নন। তিনিও তিন সন্তান এবং স্ত্রীর সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছেন। করোনাকালে কিং খান কী করেছেন, তা খোলাসা করেছেন স্ত্রী গৌরী।

গৌরী বলেন, 'সুহানা (শাহরুখ ও গৌরীর একমাত্র মেয়ে) ওর অনলাইন ক্লাস নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। আরিয়ানের কলেজ বন্ধ তাই ও অলস সময় কাটাচ্ছে। আরিয়ান এর মাঝে প্রচুর সিনেমা দেখেছে। আর গেমস খেলছে। তবে আব্রামের বয়সী শিশুদের জন্য এটা আসলেই খুব কঠিন সময়। ও কী করবে বুঝতে না পেরে আমাদের সঙ্গেই বেশি সময় কাটাচ্ছে।'

কিং খান এই লকডাউনে কী করলেন, তা শুনে আশ্চর্য হবে সবাই। বলিউডের এই বাদশাহের দিনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে রান্নাঘরে। পাকা রাঁধুনির মতো মজাদার সব পদ রান্না করেছেন। আর তা গৌরীসহ বাড়ির সবাই চেটেপুটে খেয়েছেন। গৌরী বলেন, 'লকডাউনের সময় বাইরে থেকে খাবার আনা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই শাহরুখই রান্নাঘরের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল। ও নিজের হাতে সব রান্নাবান্না করত। আর আমরা সবাই চেটেপুটে খেতাম। শাহরুখ রান্না করতে দারুণ ভালোবাসে, আর আমি খেতে।'

এর আগে প্রথম আলোকে এক সাক্ষাৎকারে বলিউডের কিং খান বলেছিলেন যে তিনি রান্না করতে বিশেষ পছন্দ করেন। একটু সময় পেলেই এই বলিউড সুপারস্টার রসুইঘরে ঢুকে পড়েন। শাহরুখ সবচেয়ে ভালো বানান পাস্তার বাহারি পদ। আরিয়ান, সুহানা আর আব্রাম দারুণ পছন্দ করে তাদের বাবার হাতের পাস্তা। ''মান্নাত''—এ বিশেষ কোনো অতিথি এলে শাহরুখ নিজের হাতে একটা পদ বানানোর চেষ্টা করেন। তবে তিনি খুব একটা ভোজনরসিক নন। ডাল-ভাত অথবা চিকেন তন্দুরিতেই খুশি কিং খান।

মঙ্গলবার আগরতলায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

নিউটাউনে শুরু হল অ্যাপ বেসড পাবলিক সাইকেল পরিষেবা

কলকাতা, ২৯সেপ্টেম্বর (হি. স.): নিউটাউনকে আরও দূষণমুক্ত করে তুলতে শুরু হল অ্যাপ বেসড পাবলিক সাইকেল। পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের কথা চিন্তা ভাবনা করে এই উদ্যোগ নিল এনকেডিএ। বিধান নগর পুলিশের সহায়তায় এর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে ভোপালের এক সংস্থা। মঙ্গলবার এই সাইকেল পরিষেবার উদ্বোধন করেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

এখন থেকে ক্যাবের মত অ্যাপের মাধ্যমে বুক করা যাবে সাইকেল।একটি স্ট্যান্ড থেকে সাইকেল নিয়ে অপর যেকোনও স্ট্যান্ডে সেটিকে রেখে দেওয়া যাবে। সাইকেল স্ট্যান্ড গুলোর পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে ডকি। আপাতত নিউটাউনে পাঁচটি এরকম সাইকেল ডকি তৈরি করা হয়েছে। একটা অ্যাক্সিস মলের কাছে, একটি নিউটন বাস স্ট্যান্ডের কাছে, একটি নভোটেলের সামনে। তবে এইরকম আরও ২১টি সাইকেল ডকি তৈরি হবে। এনকেডিএ অফিস থেকে বিশ্ব বাংলা গেট ও ইকোপার্ক পর্যন্ত মোট ১৭ কিলোমিটার আলাদা পথ তৈরি করা হয়েছে সাইকেলের জন্য।

এই প্রসঙ্গে এদিন হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন জানান, "করোনার সময় সাইকেলে করে গেলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়। যা গনপরিবহনে সম্ভব নয়। সেই কারনেই এই উদ্যোগ"। দেবাশিস বাবুর কথায়, "সবাই যেমন গাড়ি কিনতে পারে না তার জন্য অ্যাপ ক্যাবের ব্যবস্থা রয়েছে। তেমনি সাইকেল কিনে রাখার সমস্যা রয়েছে শহরের অনেকের বাড়িতেই। সেই কারণে এই উদ্যোগ"। অতীতেও এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সাইকেল গুলোর পরিচর্চার অভাব এবং অনেকেই সাইকেল নিয়ে নিজেদের বাড়ি চলে গেছেন, আর ফেরত দেননি।যার ফলে পরিবেশ বান্ধব যাতায়াতের চিন্তা ভাবনা করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

এদিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে এসে পুরমন্ত্রী জানান, "এই উদ্যোগ যেটা দেবাশীষ সেনর নিয়েছেন সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। এখন সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার যুগ। সেই দিক থেকে সাইকেলটা ভালো। দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি আমরা যত গাড়ি চড়বো ততো দূষণের মাত্রা বাড়বে। তাই গ্রিন সিটি তৈরীর লক্ষ্যে সাইকেল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা যতদূর সাইকেল করে যাবো ততটাই দূষণ কমবে এবং পেট্রোল বাঁচবে। আমি বিদেশেও দেখেছি সেখানে বিশেষ করে সবাই সাইকেল নির্ভর"। তবে এখানে আবহাওয়া সমস্যার কথা জানিয়ে তিনি বলে, "অতিরিক্ত আর্দতা এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টি সাইকেল চালাতে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। কয়েকটা মাস আছে যখন আমরা স্বচ্ছন্দভাবে সাইকেল চালাতে পারি"। নিউটাউনে এই উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হলেও শহর কলকাতায় এই উদ্যোগ নিয়েও পিছিয়ে আসতে হয়েছে প্রশাসনকে। এই প্রসঙ্গে পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক বলেন, "কলকাতায় সমস্যা হচ্ছে এখানে জনঘনত্ব অনেক বেশি।তাই কলকাতা পুলিশ সাইকেলের জন্য আলাদা করে রাস্তা বের করতে পারেনি"।

উল্লেখ্য, মোট ১০০ টা সাইকেল নিয়ে আপাতত এই পরিষেবা হলো নিউটাউন শহরে। কোনও যাত্রী এই সাইকেল নিয়ে শহরের যে কোনো জায়গায় যেতে পারেন। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাইকেল জমা দিতে হবে নির্দিষ্ট স্টেশনে। চাটার্ড নামক অ্যাপ দিয়ে সাইকেল বুক করে তবেই সাইকেল নেওয়া যাবে। পরিষেবার জন্য মূল্য ও নির্ধারিত করা হয়েছে।যা অ্যাপ এর মাধ্যমে জানা যাবে। পরিবেশ বাঁচাতে এই অ্যাপ বেসড সাইকেল ইতিবাচক ভূমিকা নেবে বলে আশাবাদী হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশীষ সেন।

দুর্গাপুরে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবীতে বিক্ষোভ

দুর্গাপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবীতে যৌথভাবে পথে নামল সিপিএম ও কংগ্রেস। মঙ্গলবার দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সিপিএম ও কংগ্রেস যৌথভাবে কনিষ্ক এলাকায় তারা বিক্ষোভ সমাবেশ করে। বিক্ষোভ শেষে টাউনশিপের লিঙ্ক রোড় এলাকায় মিছিল করে। পাশাপাশি বিক্ষোভকারীরা এদিন দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের প্রশাসনিক ভবনে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়।

এদিনের কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের সিপিএম বিধায়ক সন্তোষ দেব রায়, মহাব্রত কুণ্ড ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের সভাপতি তরুণ রায় সহ একাধিক নেতাকর্মীরা। বিক্ষোভের জেরে লিঙ্ক রোড় ও এসএন ব্যানার্জী রোডে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। কংগ্রেস নেতা তরুন রায় বলেন, 'এদিনের কর্মসূচিতে দুর্গাপুর নাগরিক মঞ্চের সদস্যরাও অংশ নিয়েছিলেন। স্টিল টাউনশিপের এসএন ব্যানার্জী রাস্তা ব্যাপক ভাবে বেহাল হয়ে পড়েছে। এলাকার এটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাস্ততম রাস্তা। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। আমরা আন্দোলন করে ও স্মারকলিপি দেওয়ার মাধ্যমে স্টিল প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইছি। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার না হলে আমরা বড়সড় আন্দোলনের পথে নামবো।

কামতাপুর ও রাজবংশীদের উন্নয়ন বোর্ডের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কামতাপুর ও রাজবংশীদের উন্নয়ন বোর্ডের জন্য ৫ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকের অনুমান, বিধানসভা ভোটের ক'মাস আগে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে এই দুই জনগোষ্ঠীর একাংশের মন জয় করে নিলেন তিনি।

মঙ্গলবার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখযোগ্য ভাবে সে দুটি সিদ্ধান্ত নেন তা হল কামতাপুরী ও আদিবাসী জনজাতির যেখানে যত মন্দির আছে সেগুলি দ্রুত সরকারি ভাবে তালিকাভুক্ত করা দরকার। এই সঙ্গে সেগুলোর সংস্কারের ব্যাপারে জেলা প্রশাসনকে নিয়মিত নজরদারি করতে হবে। এর পাশাপাশি নিউ আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকাকে এবার আলিপুরদুয়ার পুরসভা এলাকার মধ্যে নিয়ে আসার বিষয়েও এদিন মৌখিক ভাবে ছাড়পত্র দেন মুখ্যমন্ত্রী। এর ফলে আলিপুরদুয়ার

ছয়ের পাতায়

বছরের চতুর্থ বন্যার কবলে অসমের নয়টি জেলা, ক্ষতিগ্রস্ত ৩.১৭ লক্ষ মানুষ

গুয়াহাটি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত চার-পাঁচ দিনের বৃষ্টির ফরে চলতি বছরে অসমে এ নিয়ে চতুর্থবার বন্যার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এবারের বন্যায় রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিপাতের ফলে গুয়াহাটিতেও ব্রহ্মপুত্র নদের জলেরস্তর ক্রমশ বাড়ছে।

মঙ্গলবার আসাম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ)-এর বুলেটিনে জানানো হয়েছে, গতকাল সোমবার সন্ধ্যার দিকে গুয়াহাটিতে জেলাশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বিপদসীমা ৪৯.৬৮ থেকে মাত্র ০.৪২ নীচে ছিল। অর্থাৎ এদিন নদের জলস্তর ৪৯.২৬ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, রাজ্যে চতুর্থবারের বন্যায় ৩.১৭ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

বন্যার কবলে পড়েছে ধেমাজি, লখিমপুর, মরিগাঁও, নগাঁও, মাজুলি, পশ্চিম কারবি আংলং, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া জেলা। চলতি বন্যায় একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত চলতি বছরে এ পর্যন্ত বন্যায় ১১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্তত পক্ষে ২১৯টি গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে। নদী, পথঘাট, চাষের খেত, যেদিকে তাকানো যায় সর্বত্র জল থই থই। লকডাউনের ধাক্কা সামলাতে না-সামলাতে বন্যায় দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। গুয়াহাটি মহানগরের সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, অতিবৃষ্টি এবং কিছু কিছু এলাকায় নদীর স্লুইস গেট খুলে দেওয়ার দরুন গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। জলের স্তর আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে অগাস্টের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অসমের প্রায় ৩০টি জেলা বন্যার কবলে পড়েছিল। টানা একমাসের বন্যায় বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

টানা বৃষ্টিতে জলের তলায় রায়গঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা

রায়গঞ্জ, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : টানা বৃষ্টির জেরে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের দুই নম্বর জগদীশপুর গ্রামপঞ্চায়েতের একাধিক এলাকার কৃষি জমি থেকে রাস্তাঘাট সবই জলের তলায়। চরম সমস্যায় পড়েছে কয়েক হাজার মানুষ। এলাকার একাধিক বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। রায়গঞ্জের বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা বিপাকে পড়েছেন। বহু এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের তরফে দুর্গতদের ফ্লাড সেন্টারে রাখার পাশাপাশি পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিঘা পর বিঘা চাষের জমি জলের তলায় চলে গেছে। ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। নাগর নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে রায়গঞ্জ ব্লকের জগদীশপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। একাধিক এলাকায় নৌকা নিয়ে যাতায়াত করছেন বাসিন্দারা। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জগদীশপুর গ্রামপঞ্চায়েতের খারি সরিয়াবাদ, বটতলা, বরবনতলা, গোবিন্দপুর, গোপালপুর সহ একাধিক গ্রাম নাগর নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে। অভিযোগ, ব্লক বা জেলা প্রশাসনের তরফে কারও দেখা মেলেনি। ছ"দিন ধরে জলবন্দী অবস্থায় রয়েছেন তাঁরা। পৌঁছায়নি কোনও ত্রাণ সামগ্রী। বন্যার জেরে জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষের জমির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। চাষের জমিতে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় ধান ও সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।দেখা দিয়েছে পানীয় জলের সমস্যাও।

আরএলএসপি- কে নিয়ে বিহার নির্বাচনে লড়বে বিএসপি, ঘোষণা মায়াবতীর

লখনউ, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাষ্ট্রীয় লোক সমতা পার্টির (আরএলএসপি) সঙ্গে জোট করে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে মায়াবতীর দল বিএসপি। এই জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হবে আরএলএসপি সুপ্রিমো উপেন্দ্র কুশওয়াহা।

মঙ্গলবার বিএসপি সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী জানিয়েছেন, আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আরএলএসপি সঙ্গে জোর করে নির্বাচন লড়বে বিএসপি। এই জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হচ্ছেন উপেন্দ্র কুশওয়াহা। রাজ্যে ক্ষমতায় এলে শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণির জন্য কাজ করে যাবে এই সরকার। দলিত, আদিবাসী, অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু এবং উচ্চবর্ণের দরিদ্র পরিবারের জন্য এই জোট লড়াই করবে। সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিহারে পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। বন্যাসহ অন্যান্য সমস্যাও দূর করা হবে ক্ষমতায় এলে। যদিও মায়াবতী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারের কাজে তিনি যেতে পারবেন না। পাশাপাশি উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেখানে কোন জোটে না গিয়ে একাই লড়বে বিএসপি বলে জানিয়েছেন তিনি।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি বুধবারও জারি

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মাদ্রাসা শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি বুধবারও জারি থাকবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর ধৃত মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। বিজেপি শিক্ষক সেলের রাজ্য আহ্বায়ক দীপল বিশ্বাস মঙ্গলবার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "মাদ্রসা শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি বুধবারও জারি থাকবে। আজ ২০০ জন শিক্ষক গ্রেফতার হয়েছেন।অনেকে হাসপাতালে। লালবাজার সেন্ট্রাল লক আপ থেকে সন্ধ্যায় 'অন্যায় স্বীকার করে আর আন্দোলন করব না' এই মর্মে মুচলেকা সই করে ধৃত মাদ্রসা শিক্ষকদের ছাড়তে চেয়েছিল। কিন্তু কোনওরূপ মুচলেকা দিতে কেউ রাজী হয়নি। তারা লকআপে অনশন অবস্থান শুরু করেছেন, দাবি নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন করতে দিতে হবে। কাল, পরশু, নতুন আরও মাদ্রাসা শিক্ষক গান্ধী মূর্তির সামনে অবস্থানে বসার চেষ্টা করবেন। আগামী পরশু নবান্ন অভিযানের মাধ্যমে কর্মসূচী আপাতত শেষ হবে।"

উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্য সরকার ২৩৫ টি আন-এডেড মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ২০১৫ সালে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকার সে প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। বরং যে সামান্য সুযোগ সুবিধা চালু করেছিল তাও বন্ধ করে দিয়েছে। ২০১৩—২০১৪ সালে এক বছর প্রতি মাদ্রাসা থেকে তিন জন শিক্ষককে বেতন দিয়েছিল। স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের মাসিক ১২ হাজার টাকা এবং স্নাতক শিক্ষকদের মাসিক ৬ হাজার টাকা দিয়েছিল। এটাও ২০১৫ সাল থেকে বন্ধ আছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর আন-এডেড মাদ্রাসা সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এর সাথে দেখা করে সমস্যা সমাধানের জন্য দাবি জানান। মন্ত্রী পরিস্কার করে জানিয়ে দেন তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। যা বলার মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে। কারণ তিনিই মাদ্রাসা দফতরের মন্ত্রী।

ভারতীয় সংস্কৃতি শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত নতুন শিক্ষানীতি : জগত প্রকাশ নাড্ডা

জয়পুর, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি। প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণ এই শিক্ষানীতিতে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশন নাড্ডা। জয়পুরের প্রতাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড় সংযুক্ত। প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা করেই এই শিক্ষানীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে। মুখস্ত করার বিদ্যা দিন শেষ। তোমাদের মধ্যে ধারণা তৈরি হওয়া এবং তা কার্যকর করার যুগ শুরু। নিজের শিক্ষাকে যখন সমাজকল্যাণে ব্যবহার করবে

ছয়ের পাতায়

ফের বাড়লো একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সময়সীমা

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি স):করোনা আবহে প্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিকের ফলাফল। তবে চলতি বছরের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মঙ্গলবার ফের বাড়ানো হল একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সময়সীমা।

স্কুল শিক্ষা দফতরেরর তরফে জানানো হয়েছে,আরও বাড়লো একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার সময়সীমা। চলতি বছর ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবেন পড়ুয়ারা।

উল্লেখ্য, চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ১০ লাখ ৩৫ হাজার পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ৮৬.৩৪ শতাংশ পাশ করেছে। এবারে ছাত্রদের তুলনায় বেশি সংখ্যক ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। ছাত্রীর হার ছিল ১২.৭২ শতাংশ। এবার প্রথম দশের তালিকায় ছিল ৮৪ জনের নাম ছিল।

করোনা কাঁটায় জীবাণুমুক্ত এম আর বাঙ্গুরে কলকাতা পুলিশের বুথ

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা একপ্রকার কাবু করে দিয়েছে শহরবাসীকে। অদৃশ্য অচেনা ভাইরাসের মরন কামড়ের জর্জরিত শহর। শহর জুড়ে যেন জাকিয়ে বসেছে এই ভাইরাস। তবে এই কঠিন সময়ে শহরবাসী পাশে দাঁড়িয়েছে কলকাতা পুলিশ। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে মঙ্গলবার জীবাণুমুক্ত করা হল এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে কলকাতা পুলিশের বুথ।

যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য অচেনা ভাইরাস করোনা। যদিও কঠিন সময়ে শহরবাসীর সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। গৃহবন্দি শহরবাসীর সমস্ত রকমের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। কখনও মাস্ক বিলি তো কখনও খাদ্য বিলি আবার কখনও করোনা সচেতনতায় মাইকে প্রচার।শহরবাসীর সেবায় সবসময়রত থেকেছেন কলকাতা পুলিশ। শুধু তাই নয় পাশাপাশি শহরের নানান হাসপাতালগুলিতে নজরদারি রাখে কলকাতা পুলিশ। যদিও ইতিমধ্যেই বহু থানায় হানা দিয়েছে করোনা। আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। কিন্তু তবুও ভয় পেয়ে পিছিয়ে না গিয়ে নিজের কাজের রত কলকাতা পুলিশ। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে এদিন জীবাণুমুক্ত করা হল এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে কলকাতা পুলিশের বুথ।

চম্পাহাটির হাড়ালে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর তৎপর প্রশাসন

বারুইপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রবিবার মধ্যরাতে দক্ষিন ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত চম্পাহাটির হাড়ালে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের প্রকোপ এতটাই ছিল যে উড়ে যায় কারখানার চাল। সোমবার মধ্যরাতে বিস্ফোরণের ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি ঠিকই, তবে আগামিদিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে সেই কারনে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। মঙ্গলবার সকালে বারুইপুর জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে বাজি ব্যাসায়িদের সাথে বৈঠক করে প্রশাসন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারিকরা। ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু, বারুইপুর থানার আই সি দেবকুমার রায়, বারুইপুরের এসডিপিও অভিষেক মজুমদার। এছাড়াও চম্পাহাটি হাড়াল বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য, এলাকার জন প্রতিনিধিরা।

সভায় সমস্ত বাজি ব্যবসায়ীদের দুর্ঘটনা এড়িয়ে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সমস্ত বাজি কারাখার মালিকদের তাদের কারখানা বাড়ি থেকে নিদিষ্ট দূরে করতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজের শেষে শ্রমিকদের বাজির মজুত যেখানে রাখা হয়, সেখানে না থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি ব্যবসায়ীর প্রতিদিনের নিদিষ্ট স্টক, ব্যবসায়ী সমিতির কাছে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বাজি ব্যবহার ও বাজি পোড়ানোর নিয়মাবলী প্রচারের অনুরোধ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে অবশ্যই প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও তাদের সমস্যার কথাও জানানো হয় প্রশাসনকে।

অস্ত্র ছেড়ে চাকরি পেলেন ৩৫ কেএলও জঙ্গি

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মালদা জেলায় ৩৫ জন কামতাপুরি জঙ্গির হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিল জেলা প্রশাসন।

রাজ্য সরকারের ডাকে ৩৫জন কেএলও জঙ্গি আগেই অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁদের হাতেই এদিন নিয়োগপত্র তুলে দেন জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র, পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে তাদের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়। অলোক রাজোরিয়া জানান, 'আজ ৩৫জন যুবকের হাতে এই নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হলো।

ছয়ের পাতায়

পুজোর আগে খুলছেনা স্কুল ইঙ্গিত শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। চোখে দেখা না গেলেও এই অদৃশ্য ভাইরাস আতঙ্কে কোণঠাসা শহরবাসী। এরই মাঝে আর কয়দিন পরে পুজো। কিন্তু স্কুল খোলার ক্ষেত্রে কি হবে! বুধবারই তো শেষ হচ্ছে স্কুল বন্ধ রাখার সরকারি নির্দেশিকার মেয়াদ। তবে তারই আগে মঙ্গলবার পুজোর আগে খুলছেনা স্কুল সেরকমই ইঙ্গিত দিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, "এখন তো পুজোর মাস। হঠকারী সিদ্ধান্ত নয়। প্রস্তুতি ছাড়া স্কুল খুলে বাচ্চাদের বিপদে ফেলার মতো হঠকারি সিদ্ধান্ত নিতে চায় না সরকার। তাছাড়া স্কুল খুললেও কয়েকদিনের। এর মধ্যেই পুজোর ছুটি পড়ে যাবে। স্কুল খোলার পরিকল্পনা হলে স্যানিটাইজেশনের কাজ হবে"।

কোচবিহারে নতুন করে করোনা সংক্রমিত ৮১ জন

কোচবিহার, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহার জেলায় করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। মঙ্গলবার জেলায় নতুন করে ৮১ জন করোনা সংক্রামিতের হদিস মিলেছে।জেলায় মোট সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ২৭৮। তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৪ হাজার ৬১৯ জন। ক
রোনা সংক্রামিত হয়ে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে জেলায়। বর্তমানে অ্যাকটিভ কেস ৬২৩টি। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংক্রামিতদের মধ্যে কোচবিহার সদর মহকুমার ১৭, দিনহাটার ১৮, মাথাভাঙ্গার ১৭, তুফানগঞ্জের ২০ ও মেখলিগঞ্জের ৯ জন রয়েছেন।

তথ্য না পাওয়ায় ফের ক্ষোভ রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাববার চাওয়ার পরেও রাজ্য প্রশাসনের কাছ থেকে তথ্য না পাওয়ায় ফের ক্ষোভ প্রকাশ করলেণ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর ধনকর টুইটে লেখেন, "প্রতিটি নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর প্রশাসন কথাটা মানছে না। ওই মন্তব্য এতটাই অসত্য যে রাজ্যপালও তথ্য জানার সুযোগ পাচ্ছেন না। তথ্য না পেলে দুর্নীতি দেখা দেবে। দেরাজে তৈরি হবে কঙ্কাল।" মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে রাজ্যপাল লেখেন, "অভ্যাসে যেটা নেই, সেটাই কেমন সুন্দর করে লোককে পরামর্শ দিচ্ছেন।"

রাজ্যপাল লেখেন, "স্বচ্ছ প্রশাসনের জন্য অবাধ ও মুক্ত তথ্যের অবশ্যই প্রয়োজন। এতে দূর্নীতি রোখা যায়, বৃদ্ধি পায় দক্ষতা। পশ্চিমবঙ্গ এর থেকে বহু দূরে রয়েছে। গোয়েবেলসের মত স্বপ্নের সওদাগর মমতা প্রশাসন। কিন্তু তারা তথ্যের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারছে না।'

করোনা আবহে চলতি সপ্তাহে চালু শিয়ালদহ পুরী স্পেশাল

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি স): চলতি বছর করোনা আবহে বছরের বেশিরভাগ সময়টাই গৃহবন্দি শহরবাসী। এরই মাঝে দেখতে দেখতে চলে এসেছে পুজো। হাতে আর মাত্র কয়েক দিন। ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে পুজো পুজো পুজো রব। পুজোর আগেই এবার ভ্রমণপ্রেমীদের জন্য সুখবর। চলতি সপ্তাহেই চালু হচ্ছে শিয়ালদহ পুরী স্পেশাল।

ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। ক্যালেন্ডার বলছে পুজো দোড়গোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। তাই পুজোর আগেই পুজোর বোনাস ভ্রমণ প্রেমীদের জন্য। এবার চালু হচ্ছে শিয়ালদহ-পুরী স্পেশ্যাল। আগামী ২ অক্টোবর থেকে চালু হয়ে যাবে এই স্পেশাল ট্রেন। রেল সূত্রে খবর, আপাতত সপ্তাহে দু'দিন চলবে এই স্পেশাল ট্রেনটি। প্রতি সপ্তাহে সোমবার এবং

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার এসএফআই কর্মীরা পূর্ব আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

লাগাতার আন্দোলনের জন্য কৃষি মজুরদের অভিনন্দন এআইকেএসসিসি-র

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ক'দিন ধরে দেশের কৃষক, কৃষি মজুর এবং সাধারণ মানুষ যে ঐতিহাসিক ভারত বনধ ও প্রতিরোধ কর্মসূচী পালন করেছে, তার জন্য অখিল ভারতীয় কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটি (এআইকেএসসিসি) তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষকবিরোধী, জনবিরোধী আইন ও নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ কর্মসূচী সমন্বয় সাধনের জন্য সকল সংগঠনকে সাধুবাদ জানাচ্ছে। মঙ্গলবার সংগঠনের তরফে সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানানো হয়।

সংগঠনের বিবৃতিতে এদিন বলা হয়, "ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও কেন্দ্রীয় আইন পাস হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যেই দেশজুড়ে কৃষকরা প্রতিবাদ করল। এই তীব্র প্রতিবাদ, যা কৃষকদের জীবন ও জীবিকার উপর হামলার বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, ২০ টি রাজ্য জুড়ে দেখা গিয়েছে। দশ হাজারেরও বেশী জায়গায় প্রায় দেড় কোটি কৃষক 'চক্কা জাম', 'ধর্না' বা বিল পোড়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার মিথ্যা প্রচার করছে যে কৃষক বিক্ষোভ শুধুমাত্র উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই বনধ এবং বিক্ষোভের সর্বভারতীয় চরিত্রটা পরিস্কারভাবে বোঝা গেছে যখন দেশের দক্ষিণতম রাজ্য তামিলনাড়ুতে ৩০০-এরও বেশি জায়গায় প্রতিবাদ হয়েছে, ৩৫,০০০—এরও বেশী কৃষক রাস্তায় নেমেছে এবং ১১,০০০—এর বেশী কৃষককে রাজ্যের বিজেপি'র বন্ধু সরকার গ্রেফতার করেছে! এমনকি অন্যান্য সংগঠন এবং কোনও সংগঠনের সাথে জড়িত না থাকা কৃষকরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বনধ পালন করেছে। এই বনধ দেখিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই তিনটি কালো আইনকে দেশের কৃষকরা প্রত্যাখ্যান করেছে।

এটি মনে রাখতে হবে যে এআইকেএসসিসি ৯ আগস্টের আগে থেকেই বিক্ষোভ শুরু করেছিল এবং তিনটি আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার ঘোষণা করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু কৃষকবিরোধী এই আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এমএসপি/ফসলক্রয় সম্পর্কিত ভুল তথ্য ছড়িয়ে যাচ্ছে, এআইকেএসসিসি কৃষকদের এই লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এই আইনগুলিকে কার্যকর করতে দেবে না।

এআইকেএসসিসি কৃষকদের দাবিগুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে এবং এই আইনগুলো কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছে। বিরোধী দলগুলোর যে রাজ্য সরকারগুলো রয়েছে, যারা কৃষকদের এই অবস্থানের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে, তাদের রাজ্যে এই আইনগুলো যাতে কার্যকর না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আইনী উপায় বার করার জন্য এআইকেএসসিসি আহ্বান জানাচ্ছে। অধিকন্তু, এআইকেএসসিসি এই রাজ্যগুলোর বিধানসভায় আইনগুলো কার্যকর না করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে কারণ এই আইনগুলো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ক্ষুন্নকারী এবং কৃষকের অধিকারের উপর মারাত্মক আক্রমণকারী।

টাকা বরাদ্দ

পাচের পাতার পর

পরসভা এলাকায় আরও ১ বা ২টি ওয়ার্ড বাড়তে চলেছে।

একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর বিশেষ ভাবে নজরদারির কথাও বলেছেন। সেই প্রসঙ্গেই তিনি জানান যে,'পুলিশ থেকে এবারে সোশ্যাল মিডিয়ার ওপরে নিয়মিত নজরদারি চালাতে হবে। প্রতিটি ব্লকে, প্রত্যেক আইসি ও বিডিও-রা এটা দেখবেন। মিথ্যে কথা বললেই ব্লকে দাঁড়িয়ে ওই জায়গায় গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে বলবেন এটা ভুল তথ্য। মিথ্যা কথা বলে এখন রাজ্যে অশান্তি পাকাবার একটা চক্র চলছে। তা আটকাতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

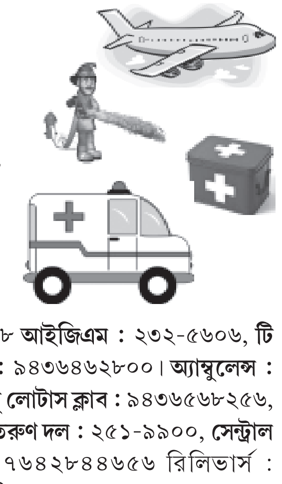

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্নাতকের পরীক্ষার সময় যাতে লোডশেডিং না হয় সিইএসসিকে অ্যাডভাইসরি শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আবহে ১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে স্নাতকের পরীক্ষা। তবে চলতি বছর পরীক্ষা হবে বাড়িতে বসেই অনলাইনে। পরীক্ষার সময় যাতে কোনওভাবেই পরীক্ষার্থীদের সমস্যা না হয় সেইজন্য মঙ্গলবার সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে অ্যাডভাইসরি শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের।

চলতি বছর পুরোপুরি ইন্টারনেটের ওপর ভিত্তি করেই হবে পরীক্ষা। আগামী ১ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ফাইনাল সেমেষ্টার। আগেই জানানো হয়েছে, দু-ঘন্টায় পরীক্ষার লেখা লেখা শেষ করে ১৫ মিনিটের মধ্যে কলেজ প্রদত্ত নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে জমা দিতে হবে খাতা।আর পরীক্ষা চলাকালীন যাতে বিদ্যুতে ঘাটতি না হয় তার জন্য সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে অ্যাডভাইসরি শিক্ষামন্ত্রী। ১-১৮ অক্টোবর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা। এই পরীক্ষা ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে নিতে হবে। বাড়িতে বসে পরীক্ষা অনলাইনে পরীক্ষা তাই এদিন শিক্ষামন্ত্রী নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের দাবি জানান।

পাথারকান্দির দক্ষিণ কেউটি বাজারে পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ হানা, ড্রাগস সহ ধৃত দোকানদার

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানা এলাকার দক্ষিণ কেউটি বাজারের এক দোকানে হানা দিয়ে পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ দল বাজেয়াপ্ত করেছে নেশাদ্রব্য। এগুলির সঙ্গে নেশা সামগ্রী বিক্রির অভিযোগে সংশ্লিষ্ট দোকানের স্বত্বাধিকারী জনৈক ফয়জুল হুসেনের বঠর ৫৩-এর ছেলে আসাব উদ্দিনকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার পাথারকান্দি থানার ওসি তানবির আহমদ জানান, গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার সন্ধ্যারাতে দক্ষিণ কেউটি বাজারের ওই দোকানে পুলিশ এবং বিএসএফের এক দল যৌথ অভিযান চালায়। ওই অভিযানে আসাব উদ্দিনের দোকান থেকে একটি প্যাকেটে প্রায় বারো গ্রাম ওজনের ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত ব্রাউন সুগারের বাজারমূল্য কমপক্ষে লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান তিনি। এসি জানান, নেশা দ্রব্য বিক্রির অপরাধে দোকান মালিক আসাবকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। সেই সঙ্গে তার ব্যবহৃত মোবাইল হ্যান্ডসেটও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত আসাবের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওসি তানবির আহমেদ জানান, আজ তাঁরা ধৃত ড্রাগস কারবারিকে করিমগঞ্জ আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে আসাব উদ্দিনকে করিমগঞ্জ জেলা সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে।

গিলগিট-বাল্টিকস্থানে নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বাল্টিকস্থানে নির্বাচন সংগঠিত করতে চলেছে পাকিস্তান। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এমন উদ্যোগের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হল ভারত। ভারতের তরফ থেকে এই নির্বাচনের বিরোধিতা করা হয়েছে। ভারতের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে

র মতই ১৯৪৭ সাল থেকে গিলগিট-বাল্টিকস্থান হচ্ছে ভারতের অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাকিস্তান জবরদস্তি করে বেআইনিভাবে এই অঞ্চলকে নিজেদের দখলে রেখেছে। এই অধিকৃত এলাকায় নির্বাচন আয়োজন করার পাকিস্তানের কোন রকমের অধিকার নেই। উল্লেখ করা যেতে পারে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে গিলগিট-বাল্টিকস্থানে ১৫ নভেম্বর নির্বাচন সংগঠিত করতে চলেছে পাকিস্তান। এর স্বপক্ষে তীব্র ভাষায় সমালোচনা এবং বিরোধিতা করেছে ভারত। পাকিস্তান বেআইনিভাবে এই এলাকাগুলিতে নিজেদের দখলে রেখেছে বলে ভারতের তরফে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের কোনও রকমের মানবাধিকার নেই এবং তাদের অবস্থা চূড়ান্তভাবে বঞ্চিত।

ধর্ষণের চেষ্টা এক নাবালিকাকে, অভিযুক্তের জেল হেফাজত

মুরারই, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার এক প্রৌঢ়। অভিযুক্তকে বীরভূমের রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জানা গেছে, সোমবার দুপুরে মুরারই থানার ডুমুর গ্রামের বাসিন্দা ওই নাবালিকা মাঠে ঘাস কাটতে যায়। সেই সময় বিবাহিত ও পাঁচ সন্তানের বাবা মেসের সেখ মাঠে যান। অভিযোগে, মাঠে একা পেয়ে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ওই প্রৌঢ়। রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে সে কাঁদতে কাঁদতে মাকে সব জানায়। সে গ্রামের মালোপাড়ায় এস এস কে বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া। মা বিড়ি বেঁধে সংসার চালান। বাবা দিন মজুরের কাজ করেন। সেই সুবাদে বর্ধমানে ছিলেন তিনি। ঘটনা শুনে বাড়ি ফিরে আসেন বাবা। তারপর সোমবার অধিক রাতে নাবালিকার মা মুরারই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তারপর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে মঙ্গলবার রামপুরহাট আদালতে হাজির করে।

পুরী স্পেশাল

পাচের পাতার পর

শুক্রবার ছাড়বে এই ট্রেন। রাত ৮টার সময় ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। পরের দিন সকাল ৪ টে ৩৫ মিনিটে ট্রেনটি পুরীতে পৌঁছবে।

অন্যদিকে, পুজোর কথা মাথায় রেখে হাওড়া ডিভিশনের সব রিজার্ভেশন কাউন্টার খুলে যাচ্ছে আগামী ১ অক্টোবর থেকে। কিন্তু শিয়ালদহের ক্ষেত্রে সেই নিয়মটা একটু আলাদা। শিয়ালদহের গুরুত্বপূর্ন স্টেশন ছাড়া অন্য কোনোও স্টেশনের রিজার্ভেশন কাউন্টার খোলা হবে না।

জগত প্রকাশ নাড্ডা

পাচের পাতার পর

তখনই শিক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে। মনের মধ্যে ধারণা তৈরি করে তার কার্যকর করার জন্য ইচ্ছা এবং সজাগ দৃষ্টিকোন থাকা প্রয়োজন। ভারত হচ্ছে বিশ্বগুরু। গোটা বিশ্বকে জ্ঞানের পাঠ পড়িয়েছে ভারত। নালন্দা এবং তক্ষশীলা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেই সময় বিদেশ থেকে বহু পড়ুয়ারা পড়তে আসত। মন, হৃদয়, শরীর এবং আত্মার সংযোগ স্থাপন না করলে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না। ভারতীয় দর্শনে গড়ে ওঠার শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশকে প্রকৃত উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে। সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন শিক্ষাই করতে পারে।

৩৫ কেএলও জঙ্গি

পাচের পাতার পর

স্পেশাল হোমগার্ড পদে এদের নিয়োগ করা হয়েছে। ৪৫ দিন প্রশিক্ষণের পর তারা কাজে যোগদান করবেন।'

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১১ সালে রাজ্যের ক্ষমতায় আসা ইস্তক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাওবাদী ও কামতাপুরী জঙ্গিদের অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল জীবনে ফিরে আসার ডাক দেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই রায়ে কয়েকশো মাওবাদী ও কামতাপুরী জঙ্গি অস্ত্র ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন।

বামেরা

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে।ডিওয়াইএফআই নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে হামলা হুজ্জোতি সংঘটিত করে দলীয় কর্মসূচী বন্ধ করা যাবে না।

এ বিষয়ে শাসক দলের দুর্বৃত্তদের হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।পুলিশের ভূমিকা গিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ডিওয়াইএফআই। সংগঠনের অভিযোগ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করার পরও শাসকদলের দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ। সবকিছু জেনেশুনে ও শাসক দলের দুর্বৃত্তদের প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এখন এর ঘটনা চলতে থাকলে না যে আইনের শাসন বলতে আর কিছুই থাকবে না বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।আইনের শাসন পুনরুদ্ধারের দাবিতে রাজ্যজুড়ে ডিওয়াইএফআই আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে প্রস্তুত বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সিপিআইএম কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা এবং বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের মিথ্যা মামলায় হয়রানির প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার আগরতলা পূর্ব থানায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন প্রদান করেছে বাম ছাত্র যুব এবং নারী সংগঠন।সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি তুলে দেন। ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যুব নেতৃবৃন্দ জানান গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে আইনজীবী ভাস্কর পেপার ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর চেষ্টা করে দুস্কৃতিকারীরা।

আইনজীবী ভাস্কর দেবো তোমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করা হয় এবং প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়। আইনজীবীর বাড়ির গেট ভেঙে ফেলা হয়েছে। শুধু তাই নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাসক দল আশ্রিত একাংশের দুর্বৃত্ত বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছে এত রনের রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার দাবিতে তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং ডেপটেশন প্রদান করেছে।।অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

নিজেদের পণ্য বিক্রি করুক সেটা তাঁরা চাইছেই না, তাঁরা চাইছে মধ্যস্থতাকারীদের মুনাফা অর্জন হোক। তাঁরা কৃষকদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করছে।

কৃষক আন্দোলনের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে রাজধানী দিল্লিতেও। সোমবার সকালেই ইন্ডিয়া গেটের সামনে ট্র্যাক্টরে আগুন ধরিয়ে দেন যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মেশিন ও সরঞ্জাম কৃষকদের পূজিত, কিন্তু মেশিনে আগুন লাগিয়ে কৃষকদের অপমান করা হচ্ছে। কয়েক বছর ধরে তাঁরা বলেছিল এমএসপি (নূন্যতম সহায়ক মূল্য) বাস্তবায়ন করবে, কিন্তু তাঁরা তা করেনি। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আমাদের সরকারই তা করেছে। এমএসপি নিয়ে এখন কৃষকদের বিভ্রান্ত করছে বিরোধীরা। শুধুমাত্র এমএসপি নয়, কৃষকদের নিজেদের ইচ্ছে মতো যে কোনও স্থানে নিজেদের পণ্যসামগ্রী বিক্রি করতে পারবেন। কৃষকদের এই স্বাধীনতা অনেকেই সহ্য করতে পারছে না। কালো টাকা উপার্জনের তাঁদের আরও একটি মাধ্যমের সমাপ্তি হল।

বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন আরও বলেন, বছরের পর বছর ধরে সুরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এঁরা কিছুই করেনি। বায়ুসেনা রাফালের জন্য বলতে থাকে, কিন্তু তাঁরা কখনই বায়ুসেনার কথা শোনেনি। রাফাল এয়ারক্রাফট নিয়ে আমাদের সরকার যেই মাত্র ফ্রান্স সরকারের সঙ্গে চুক্তি সই করল, সেই মাত্র তাঁদের সমস্যা শুরু হয়ে গেল। চার বছর আগে, এই সময়েই দেশের সাহসী বাহিনী সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল এবং সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ধ্বংস করেছিল। তখন এই সমস্ত মানুষই সার্জিকাল স্ট্রাইকের প্রমান চাইছিল। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের উদ্যোগে গোটা বিশ্ব যখন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করছিল, তখন ভারতে যোগাভ্যাসের বিরোধিতা করেছিল এঁরাই। যখন সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের স্ট্যাচু অফ ইউনিটি উন্মোচিত হয়েছিল, তখনও বিরোধিতা করেছিল।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

একত্রিত হয়ে শান্তির বাজার থানায় খবর দেয়। এলাকাবাসীর উপস্থিতির টের পেয়ে মেয়েটি বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার বিবরন জানতে চাইলে সেন্টু মিয়া জানায় মেয়েটি তার প্রেমিকা। লোকজনের ভয়ে সে ঘর থেকে পালিয়ে যায় বলে জানায় সেন্টু মিয়া ও প্রীতম পাল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তির বাজার থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সেন্টু মিয়া কে আটক করে থানায় নিয়েযায়। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তে পুলিশ কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

আক্রান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

বলে দাবি চিকিৎসকদের। এদিকে, তাঁর স্ত্রী ঊষা নাইডু-র নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাঁর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তিনি নিজেকে সেলফ আইসোলেশনে রেখেছেন। উপরাষ্ট্রপতি সচিবালয় আজ এক টুইট বার্তায় এই খবর জানিয়েছে।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল এবং রাস্তাঘাটের উন্নয়ন না করলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

পুনর্গঠিত পাথারকান্দির ডেঙ্গারবন্দ জামে মসজিদ পরিচালন কমিটি

পাথারকান্দি (অসম), ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পুনর্গঠিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার ডেঙ্গারবন্দ জামে মসজিদ পরিচলন কমিটি। মৌলানা শেখখ জিয়াউদ্দিন আহমেদের (ইদগাহের সিনিওর মাদ্রাসার প্রাক্তন সুপার) পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় গ্রামের ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনগণের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট ডেঙ্গারবন্দ জামে মসজিদ পরিচালন কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছ। সভায় মসজিদ কমিটি গঠনের পুরনো ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেন মৌলানা শেখ জিয়াউদ্দিন। সভায় অন্যান্যপদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন প্রবীণ শিক্ষাবিধ নাজির উদ্দিন, মৌলানা ফয়জুল জালাল, হাজি মখলিসুর রহমান, হাজি নুমান উদ্দিন, আফজল আহমেদ, সফি আহমেদ, আকমল আহমেদ, সুলতান আহমেদ প্রমুখ। পরে মৌলানা শেখ জিয়াউদ্দিন আহমদকে সভাপতি এবং হাজি আবুল হুসেনকে সহ-সভাপতি মনোনীত করে সতেরো সদস্যহ বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

এছাড়া কমিটিতে শিক্ষাবিধ নাজির উদ্দিনকে সম্পাদক ও হাজি আজাদ উদ্দিনকে সহ-সম্পাদক মনোনীত করা হয়। নবগঠিত কমিটিতে সদস্যক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে যথাক্রমে হাজি নুমান উদ্দিন, করামত আলী, আলা উদ্দিন, লতিউর রহমান, আব্দুল হাসিব, মখলিসুর রহমান, শরিফ উদ্দিন, ফয়জুল জালাল, তুতিউর রহমান, সিদ্দেকুর রহমান, তয়বুর রহমান, আব্দুল কাদির, ইসলাম উদ্দিন প্রমুখকে।

এবার বড় পর্দায় রবি ঠাকুরের "দুই বোন"

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আবহের মাঝেই এবার সুখবর। কারণ এবার বড় পর্দায় আসতে চলেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দুই বোন" সাহিত্য অবলম্বনে নতুন ছবি। "দুই বোন" অবলম্বনে শুভ্রজিৎ মিত্র পরিচালনায় এবার আসতে চলেছে "মায়ামৃগয়া"।

জানা গিয়েছে "মায়ামৃগয়া" ছবিতে দুই বোনের চরিত্রে দেখা যাবে অর্পিতা পাল ও ঋতাভরী চক্রবর্তীকে। বড় বোন শর্মিলার চরিত্রে অর্পিতা এবং ছোট বোন উর্মিমালার চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী ঋতাভরীকে। "রোকেয়া"র চরিত্রে দেখা যাবে দিতিপ্রিয়া রায়কে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ছবির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ। যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে চলতি বছরেই শুরু হবে শুটিং।

সমস্যায় জুম চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর।। উপজাতি জনবসতি প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এখনও যে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল প্রতিটি পরিবার তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীনে কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের পুরাতন হাজরাপাড়া। এখানের প্রতিটি পরিবারেই জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। প্রতিবছর বছরই অনেক ধরনের জুমের ফসল ঘরে তুলে যা দিয়ে সারা বছড তাদের খাদ্যের চাহিদা কিছুটা হলেও মিটে যায়। আর বাদবাকি উদ্ধৃত ফসল গুলি বাজারে বিক্রি করে অন্যান্য সংসারের ভরণপোষণের কাজে লাগে। প্রকৃতপক্ষে ৫/৭ বছর আগেই হাজরাপাড়া অনেক উন্নত হয়ে গেছে। হাজরাপাড়ায় বাজার শেড গৃহ, পঞ্চায়েত কার্যালয়, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র অনেক দিক দিয়েই এক সময়ের ঘন জঙ্গল হাজরাপাড়া এখন উন্নতির পথে। কিন্তু পুরাতন হাজরাপাড়া যা থেকে হাজরা পাড়ার বিস্তৃত লাভ সেই হাজরা পাড়া যুগ যুগ ধরে একই অবস্থায়। দীন দরিদ্র শ্রমজীবি ও জুমচাষিদের বসবাস এই পাড়ায়। তাইতো জুমচাষই তাদের একমাত্র ভারসা। বিভিন্ন ফসলের পাশাপাশি এবার বিগত বছরের মতো তাদের জুমে মাইসুই ফলন ভালো হয়েছে।

চিরকাল বন্দি রাখা যেতে পারে না, সুপ্রিম প্রশ্নের মুখে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গত বছর ৫ অগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খর্ব করে সেখানকার প্রাক্তন তিন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা, ওমর আবদুল্লা এবং মেহবুবা মুফতি-সহ উপত্যকার বহু রাজনীতিককে বন্দি করা হয়েছিল। ফারুক, ওমর-সহ অনেকেই ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু এখনও বন্দি করে রাখা হয়েছে মেহবুবা মুফতিকে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্দি মেহবুবা মুফতি। মায়ের মুক্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন ইলতিজা। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, চিরদিন কাউকে বন্দি করে রাখা যায় না। মেহবুবা মুফতিকে আর কত দিন এ ভাবে বন্দি করে রাখা হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তা-ও জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত।

মঙ্গলবার সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন করে, "কতদিন এবং কোন আদেশের ভিত্তিতে, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতিকে বন্দি রাখতে চাইছে কেন্দ্র। চিরকাল এভাবে আটকে রাখা যেতে পারে না।" মেহবুবা মুফতির মেয়ে ইলতিজার আবেদনের প্রেক্ষিতে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সলিসিটর জেনারেলকে জবাব দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এদিন ইলতিজা এবং তাঁর ভাইকে বন্দি অবস্থাতেই মেহবুবা মুফতির সঙ্গে দেখা করারও অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালতের কাছে সময় চেয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই এই বিষয়ে আদালতকে জানানো হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ১৫ অক্টোবর। সুপ্রিম কোর্ট এদিন জানিয়েছে, দলীয় সভায় অংশ নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে পারেন পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

এদিকে এলাকাবাসী সাধুকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

এদিকে, অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। ঘটনা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানাধীন পশ্চিম ধ্বজনগর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। এই বিষয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ জানান উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের পেছনে পশ্চিম ধ্বজনগর স্থিত স মিল সংলগ্ন ধনঞ্জয় দেবনাথ এর বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃত যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে এবং ঘটনার তদন্ত করছে। এই বাড়িতে বর্তমানে কেউ থাকে না। বাড়িতে নতুন বিল্ডিং এর কন্সট্রাকশন চলছে তাই এই বাড়ি এখন ফাঁকা থাকে বলে এদিন জানান রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ।

শিক্ষক

● **প্রথম পাতার পর**

গাঁজা সেবন করে ত্রিশূলটি দিয়ে বিশ্বেন্দু শর্মার কানের পাশে আঘাত করে। বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে আসতে কোনোক্রমে সাধুর হাত থেকে রক্ষা করে বিশ্বেন্দু শর্মাকে এম্বুলেন্স দিয়ে হাসপাতালে পাঠায়। এদিকে এলাকাবাসী সাধুকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

অগ্নিসংযোগ

আটের পাতার পর

পানীয় লোকজনদের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আনা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বসত ঘরটি অল্পেতে অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কেকমাছড়া বুথ সভাপতি অর্জুন দেবনাথ অভিযোগ করেছেন এটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। এ ব্যাপারে আমবাসা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

গৃহবধূর মৃত্যু

আটের পাতার পর

করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত কিছুদিন আগে মহিলার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই ঐ মহিলা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মানসিক অবসাদ থেকেই বাপের বাড়িতে ঐ মহিলা আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পেয়েছে পুলিশ

আটের পাতার পর

তাপস দাস। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।মধুপুর থানা এলাকার ভাটিবাড়ী সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজার চাষ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একাংশের অতি মুনাফালোভী লোকজন এই গাজা চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।গাজা শ্বাস বন্ধ করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মধুপুর থানার ওসি।

পরিচারিকা উদ্ধার

আটের পাতার পর

সুতপা হোম চৌধুরী এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলার সুতপা হোম চৌধুরী জানান সুভাষ নগর জগত পল্লী এলাকার অপর্না দাস এর বাড়িতে সাত বছরের এক নাবালিকা কন্যাকে গৃহপরিচারিকার কাজে লাগানো হয়েছে বলে তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে।সেই খবরের ভিত্তিতে পূর্ব মহিলা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সুভাষ নগর জগত পল্লী এলাকায় অপর্না দাস এর বাড়িতে হানা দেন। নাবালিকা কন্যাকে দিয়ে গৃহপরিচারিকার কাজ করানোর অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত পরিবারের লোকজনদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে চার লাইনের কাউন্সিলর সুতপা চৌধুরী জানিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে নাবালিকার অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলতে চাই চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা।উভয় পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পরই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়।উল্লেখ্য শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নাবালিকা নাবালক দের পরিচারিকার কাজ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগানোর প্রমাণ মিলেছে।এসব ক্ষেত্রে চাইল্ড লাইন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে।এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে চাইম ব্যান্ডের কাউন্সিলর সুতপা হোম চৌধুরী জানিয়েছেন।

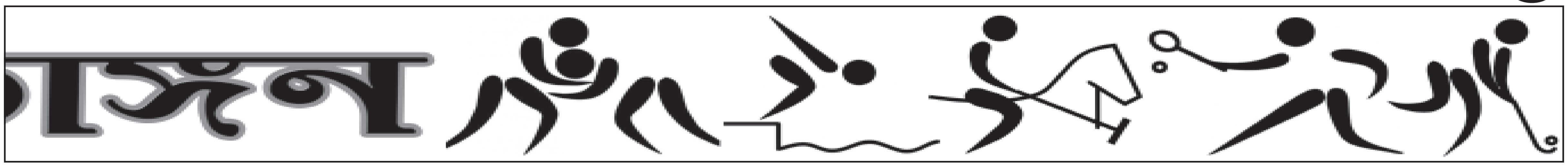

পৈশাচিক গণধর্ষণের বিচার চাইলেন কোহলি

মর্মান্তিক ঘটনাটা দুই সপ্তাহ আগের। ভারতের উত্তর প্রদেশে হাথরাস অঞ্চলে গণধর্ষণের শিকার হন ১৯ বছর বয়সী এক তরুণী। নরপিশাচরা অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল তাঁর ওপর। এ কদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে আর আজ মারা গেছেন তিনি। পৈশাচিক ঘটনাটা নাড়িয়ে দিয়েছে বিরাট কোহলির মনোজগৎ। এমন অকথ্য ঘটনা 'বর্বরতাকেও হার মানায়' বলে মনে করেন তিনি। দোষীদের বিচার দাবি করেছেন ভারত ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু অধিনায়ক।

খেতে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন সেই তরুণী। চারজন তরুণ তাঁকে জোর করে খেতের মধ্যে নিয়ে গণধর্ষণ করে। অমানুষিক অত্যাচারের পর তাঁর জিভ কেটে ফেলা হয়। উদ্ধারের পর তাঁর দেহে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন ছিল। দিল্লির এক হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাঁচানো যায়নি। সংযুক্ত আরব আমিরাতে আইপিএল খেলতে যাওয়া কোহলি এ ঘটনায় চুপ করে থাকতে পারেননি। আজ ঘণ্টাখানেক আগে বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক টুইট করেন, 'হাথরাসে যা ঘটেছে তা অমানবিক এবং বর্বরতাকেও হার মানায়। আশা করি এই জঘন্য অপকর্মের হোতাদের বিচারের আওতায় আনা হবে।' মেয়েটির নাম ছিল মনীষা বাল্মীকি। হ্যাশট্যাগ মনীষা বাল্মীকি লিখে এ পোস্ট করেন কোহলি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম পিটিআই জানিয়েছে, ঘটনার ১০ দিন পর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হাথরাসের পুলিশ সুপার বিক্রান্ত বীর জানিয়েছেন, আক্রান্ত হওয়ার পর শরীর অচল হয়ে গিয়েছিল সেই তরুণীর। গলায় ফাঁস দেওয়ায় জিভে কামড় লাগায় কেটে যায় জিভ। তাঁর ভাইয়েরা জানিয়েছে, হাসপাতালে থাকতে মেয়েটি বারবার বাড়ি ফিরতে চেয়েছে। মৃত্যুর পর হাসপাতালের সামনেই রাস্তা অবরোধ করে জনতা এবং দাবি তোলা হয় 'ধর্ষককে ফাঁসি দাও।'

সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ধর্ষকেরা মেয়েটির গ্রামেরই উচ্চবর্ণের। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে এখন খুনের অভিযোগও গঠন করা হবে। পুলিশের জবানবন্দিতে মেয়েটি জানিয়েছিল, তাঁকে ওড়না দিয়ে বেঁধে খেতের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল। মেয়েটি তখন ঘাস কাটছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে মেয়েটির ভাই জানান, 'আমার মা, বোন এবং বড় ভাই মাঠে গিয়েছিল ঘাস কাটতে। ঘাসের বড় বোঝা নিয়ে আমার ভাই আগেই ফিরে যায়। মা ও বোন তখনো ঘাস কাটছিল। একজন আরেকজনের চেয়ে একটু দূরে ছিল। চার-পাঁচজন লোক পেছন থেকে এসে বোনের ঘাড়ে ওড়না পেঁচিয়ে তাঁকে জোর করে নিয়ে যায়।'

আনসু ফাতি, বার্সেলোনা তাঁকে ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখছে

মাঠের খেলায় ফাতি কখনো মেসির মতো হতে পারবেন কি না, তা সময়ই বলে দেবে। অমিত প্রতিভা এবং তা মাঠেও অনূদিত হতে থাকায় বার্সা তো স্বপ্ন দেখছে। বার্সার ফুটবলার খামার 'লা মাসিয়া'র এই 'বিস্ময় বালকে'র জন্য গত জুলাই থেকে ছুটছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। 'মার্কা' জানিয়েছে ফাতির এজেন্ট জর্জি মেন্দেজ বার্সাকে জানিয়েছেন, তাঁর খেলোয়াড়ের জন্য একটি ক্লাবের কাছ থেকে বড় অঙ্কের প্রস্তাব এসেছে। আর সেই ক্লাবটি যে ইউনাইটেড তাও প্রকাশ হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। দলবদলের এককালীন ১২৫ মিলিয়ন (১২ কোটি ৫০ লাখ) ইউরো এবং তার সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে আরও ২ কোটি ৫০ লাখ ইউরো খরচায় ফাতিকে কিনতে চায় ইউনাইটেড। বার্সা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছে জানিয়েছে কাতালুনিয়া রেডিও। কাতালান ক্লাবটির প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার কারণ আছে। ১৭ বছর বয়সী উইঙ্গারকে সম্প্রতি বার্সার মূল দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন কোচ রোনাল্ড কোমান। আর্তুরো ভিদালের ২২ নম্বর জার্সিটা এখন তাঁর গায়ে। সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, ফাতি বার্সার মূল দলে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাইআউট ক্লজ মূল্য বেড়ে দাঁড়াবে ৪০ কোটি ইউরো।

২০২২ সালে তাঁর সঙ্গে বার্সার বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে। তবে মূল দলে ডাক পেলেও তাঁর চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে পারছে না বার্সা। এর কারণ ফাতির বয়স। আগামী মাসের ৩১ তারিখে ১৮ বছরে পা রাখবেন ফাতি। তার আগে এক মেয়াদে দুই বছরের বেশি চুক্তি করতে পারবেন না ফাতি। আগের চুক্তিতে ফাতির বাইআউট ক্লজ ছিল ১৭ কোটি মিলিয়ন ইউরো।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এ কারণে ফাতির বয়স ১৮ বছর ছোঁয়ার পর তাঁর সঙ্গে নতুন চুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছে বার্সা। তখন মৌসুম প্রতি তাঁর পারিশ্রমিক হতে পারে ১০ মিলিয়ন ইউরো। আর এই সময়টুকু এভাবে কাটিয়ে ফাতি ১৮ ছোঁয়ার পর তাঁর বাই আউট ক্লজ ৪০০ মিলিয়ন ইউরো থেকে একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যেতে চায় বার্সেলোনা। কারণ, নেইমারের বাইআউট ক্লজ ২২২ ইউরো থাকার পরও ২০১৭ সালে তাঁকে টেনে নিয়েছিল পিএসজি। ২০২২ সাল নাগাদ অর্থে বলীয়ান কোনো দলের পক্ষে আনসু ফাতির জন্য ৪০০ মিলিয়ন ইউরো খরচ করাও সম্ভব হয়ে ওঠার শঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বার্সেলোনা সে ঝুঁকি নিতেও চায় না।

আর ফাতিকে যদি বিক্রি করতেও চায় বার্সেলোনা, সে ক্ষেত্রে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের পর দর-কষাকষিতেও সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে কাতালান ক্লাবটি। অন্তত ইউনাইটেড বা অন্য দলগুলোকে তখন আরও দাম বাড়াতে হবে। ক্লাব এবং খেলোয়াড়ের মধ্যে এ নিয়ে কোনো কথা হয়নি বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম। আগামী বছর সভাপতি নির্বাচনের আগে সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কোহলিদের ম্যাচটা আনুশকার জন্য 'বাড়াবাড়ি' হয়ে গেছে

অন্তঃসত্ত্বা নারীর মানসিক চাপ গর্ভস্থ সন্তানের বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। দ্য জার্নাল অব ফিজিওলজি সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য। মায়ের মানসিক চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী হরমোনের মাত্রা বাড়লে গর্ভের ভ্রূণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই মানসিক চাপ এড়িয়ে মাকে থাকতে হবে প্রশান্ত। নিশ্চয়ই ভাবছেন, ধান ভানতে এ কোন শিবের গীত! খোলাসা করার আগে একটা প্রশ্নকাল আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচটা দেখেছেন?

অবিশ্বাস্য? সে তো বটেই। দম আটকানো ম্যাচ যাকে বলে। বেঙ্গালুরুর তোলা ২০১ রান তাড়া করতে নেমে ম্যাচ টাই করে মুম্বাই। সুপার ওভারে মাত্র ৭ রান তাড়া করতে নেমে সেই ম্যাচ কোহলিরা জিতেছেন একদম শেষ বলে! জয়সূচক ২ পয়েন্ট তুলতে রীতিমতো ঘাম ছুটেছে বেঙ্গালুরু অধিনায়ক বিরাট কোহলির। তাঁর স্ত্রী আনুশকা শর্মাও ম্যাচটা দেখেছেন। আর তাঁকে ঘিরেই উঠে আসছে গর্ভবতী মায়ের মানসিক চাপের কথা। এমন ম্যাচ কোনো ক্রিকেটপ্রেমী অন্তঃসত্ত্বা নারী দেখলে ঝুঁকি তো থাকেই।

বেশ আগেই জানা গেছে, কোহলি-আনুশকার ঘরে আসছে নতুন অতিথি। গত মাসেই এ জুটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে বাবা-মা হওয়ার অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। অর্থাৎ এখন বেশ সাবধানেই থাকার কথা বলিউড অভিনেত্রীর। কিন্তু ক্রিকেটারের বউ হলে কী আর করা, আর ম্যাচে যদি নিজের স্বামী খেলেন তাহলে তো না দেখে থাকা যায় না। এমনিতে ভালোই ক্রিকেট দেখেন আনুশকা। গত বিশ্বকাপেও ছিলেন কোহলির সঙ্গে, করোনা মহামারির মধ্যে ভারতীয় অধিনায়কের সঙ্গে অনুশীলনও করেছেন তিনি। আর আইপিএল তো নিয়মিতই দেখেন।

কাল অবিশ্বাস্য ম্যাচটা দেখে আনুশকা তাই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি। ইনস্টাগ্রামে যেন মজার ছলেই মনে করিয়ে দিলেন, তিনি একজন অন্তঃসত্ত্বা নারী, এমন ম্যাচ না খেলাই তাঁর জন্য ভালো। কোহলি, ডি ভিলিয়ার্স, যুজবেন্দ্র চাহালদের খণ্ড খণ্ড উচ্ছ্বাসের ছবি পোস্ট করে আনুশকা লেখেন, 'ওফ! একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীর জন্য বাড়াবাড়িরকম ম্যাচ। এই দলটা কী দুর্দান্ত!' শেষ কথাটা যে তাঁর স্বামীর দলের জন্য প্রশংসাবাণীতা না বললেও চলে।

আইপিএলে বেঙ্গালুরুর সঙ্গেই আছেন আনুশকা। এর আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচে কোহলিরা জেতার পর আনুশকা ছবিসহ পোস্ট করেছিলেন, 'জয়ে শুরু।' তবে সাম্প্রতিক সময়ে ক্রিকেট নিয়ে বিতর্কেও জড়িয়েছেন কোহলির এ জীবনসঙ্গী। সানরাইজার্স-বেঙ্গালুরু ম্যাচ নিয়েই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে ধারাভাষ্যে গাভাস্কার না কি বলেছেন, 'বিরাট লকডাউনে শুধু আনুশকার বলে অনুশীলন করেছে।'

মুসলিম ক্রিকেটারের গায়ে মদ ঢালা নিয়ে বিতর্ক

বব উইলিস ট্রফির ফাইনালে সমারসেটের মুখোমুখি হয়েছিল এসেক্স। পাঁচ দিনের এ ম্যাচটি রোববার ড্র হয়। কিন্তু প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে শিরোপা তুলে দেওয়া হয় এসেক্সকে। ট্রফি নিয়ে লর্ডসের বারান্দায় উল্লাস করছিলেন এসেক্স ক্রিকেটাররা। তখনই ছবিটা ধরা পড়ে ক্যামেরায়। ফিরোজ খুশির ওপর বিয়ার ঢালছেন তাঁর সতীর্থ অতিরিক্ত উইকেটরক্ষক উইল বাটলম্যান। ছবিটা অনেকেরই ভালো লাগেনি। ওঠে সমালোচনার ঝড়।

ফিরোজ খুশি মুসলিম ক্রিকেটার। এসেক্সে জন্ম নেওয়া ২১ বছর বয়সী এ ব্যাটসম্যানের ওপর মদ-জাতীয় পদার্থ ঢালা ভালো চোখে দেখেনি ব্রিটেনের এশিয়ান সমাজ। পূর্ব লন্ডনে জাতীয় ক্রিকেট লিগের প্রতিষ্ঠাতা সাজিদ প্যাটেল সমালোচনা করেন এসেক্স ক্রিকেটারদের এমন আচরণের, 'বেচারা (ফিরোজ খুশি) বারান্দার কোনায় দাঁড়িয়ে ছিল। নড়তেও পারছিল না। একটা কাজই সে করতে পারতলাফ দেওয়া। তার গায়ে কারও অ্যালকোহল জাতীয় পদার্থ ঢালার ছবিটানারকীয় দৃশ্য।' তবে বলা হচ্ছে, ফিরোজ খুশির ওপর বিয়ার ঢালাটা স্রেফ আনন্দের আতিশয্যে, এর মধ্যে নেতিবাচক কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

ফাইনালে 'দ্বাদশ খেলোয়াড়' ছিলেন ফিরোজ খুশি। ২১ বছর বয়সী এ ব্যাটসম্যান গ্রুপপর্বে ৪ ম্যাচ খেলেছেন এসেক্সের হয়ে। এসেক্সের পক্ষ থেকে ঘটনাটার জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। শিরোপাজয়ের উৎসবটা দেশের 'মূল্যবোধ'-এর সঙ্গে মানানসই ছিল না বলে মনে করছে কাউন্টি দলটি। ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর খেলোয়াড়দের আরও সচেতন করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে এসেক্স। ক্লাবটির পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, 'বহুদিন ধরেই জাতিগত বৈচিত্র্য, আলাদা আলাদা ধর্মের ক্রিকেটাররা খেলছেন দলে। ক্লাব এই জাতিগত বৈচিত্র্য নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে কঠোরভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তবে খেলায় জাতিগত বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য নিয়ে খেলোয়াড়দের সচেতন করতে আরও কাজ করতে হবে।'

সাজিদ প্যাটেলের দাবিও ঠিক একইরকম, 'এর সঙ্গে জড়িত খেলোয়াড়কে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সাংস্কৃতিক বিষয়ে খেলোয়াড়দের আরও সচেতন করা উচিত ক্রিকেটারদের সব সংগঠনকে। এসেক্সের শিরোপাজয় দেখাটা দারুণ ব্যাপার। কিন্তু একই সঙ্গে এটা দেখাও ভীতিকর।' এসেক্সের ঘটনাটা ঘটল এমন এক সময়ে যখন ক্রীড়াঙ্গনে এমনিতেই অস্থিরতা। ব্রিটিশ ক্রিকেটে বর্ণবাদের অভিযোগ উঠছে অহরহ। ইংলিশ পেসার জফরা আর্চারের অভিযোগ নিয়ে কিছুদিন আগে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে। কাউন্টির আরেক দল ইয়র্কশায়ারও বর্ণবাদ নিয়ে তদন্ত করছে অভ্যন্তরীণভাবে। তাদের সাবেক স্পিনার আজিম রফিক কিছুদিন আগে বোমা ফাটান, ইয়র্কশায়ারে 'প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বর্ণবাদী' আচরণ করা হয়েছে। এখন ব্রিটেনে প্রথম শ্রেণির ১৮টি কাউন্টি দল মিলিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ, এশিয়ান ও সংখ্যালঘু ক্রিকেটার মাত্র ৩৩জন।

ক্রিকেটারদের পরামর্শও দিতে পারবেন না সৌরভ?

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি হয়েই যেন বিপদে পড়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলী। বিভিন্ন পণ্যের দূত হওয়া তো দূরের কথা, কোনো তরুণ ক্রিকেটারকে মামুলি ক্রিকেটীয় কোনো পরামর্শ দিলেই সেটাকে ধরা হচ্ছে স্বার্থ সংঘাত হিসেবে! ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমতো বিরক্ত ভারতের সাবেক এ অধিনায়ক।

সম্প্রতি দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ারের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েই বিতর্কটা দানা বেঁধেছে। আইপিএল শুরুর আগে সাক্ষাৎকারটিতে বলেছিলেন রিকি পন্টিং ও সৌরভ তাঁর পারফরম্যান্সের উন্নতিতে বড় অবদান রেখেছেন। এত বড় ক্রিকেট তারকাকে সামনে পেলে যেকোনো তরুণ ক্রিকেটারই চাইবে একটু পরামর্শ নিতে, নিজের কোনো দুর্বলতা নিয়ে কথা বলে সেটি ঠিক করে নিতে। শ্রেয়াস হয়তো সেটিই করেছিলেন। কিন্তু কারও কারও মতে বিসিসিআইয়ের সভাপতি হয়ে কোনো নির্দিষ্ট ক্রিকেটার বা আইপিএল-ফ্র্যাঞ্চাইজিব খেলোয়াড়কে পরামর্শ দেওয়া স্বার্থ সংঘাত বা নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

সৌরভ এটা মেনেই নিতে পারছেন না। বিসিসিআই সভাপতি রীতিমতো বিস্মিত একজন তরুণ ক্রিকেটারকে যদি তাঁর খেলা নিয়ে তিনি কোনো পরামর্শ দেন তাহলে সেটি কেন স্বার্থ সংঘাত হবে, 'আমি যে কাউকেই পরামর্শ দিতে পারি, যেকোনো ক্রিকেটারের সঙ্গেই কথা বলতে পারি। সেটা বিরাট কোহলিই হোক বা শ্রেয়াস আইয়ারই হোক। এটা স্বার্থ সংঘাত কীভাবে হয়!

CORRIGENDUM

Refer to the PNIe-T- 15/EE/RD/BSGD/SPJ/2020-21/3320, dt. 23.09.2020 for Construction of 100 seated Girls hostel for Govt. High Madrassa at Madhya Boxanagar G/P under Boxanagar RD Block, Sonamura Sub-Division during financial year 2019-20. (PWD SOR 2020).Please read last Date of Downloading and r-bidding is upto 3.00 PM on13.10.2020 instaed of 23.10.2020.

ICA/C-1708/2020-21

(Er. Kajal Dey)
Executive Engineer
RD Bishramganj Division
Sepahijala District

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER(ABRIDGED)
No e-13/AGRI/EE/MECH/2020-21

Separate sealed e-E.0.1(web-portal: www.tripuratenders.gov.in) are invited by the Executive Engineer (Mech.), Mechanical division, Department of Agriculture & F.W, Matripalli, Badharghat on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for "Empanelment of vendor (Model specific) to sell "Muri making machine" upto 03.00 P.M on 20/10/2020.
Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and y be c' tacted with
0/0 the undersigned if desired.

ICA/C-1716/2020-21

(E S.K. Malakar)
Executive Engineer (Mech.),
Deptt. of Agriculture & FW,
Matripalli, Badharghat

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
NO. EE-IED/PWD/AGT/34/2020-21 dated 28/09/2020

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise .arA.eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADCJ MESJ CPWDJ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 16/10/2020.

SI No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	NIeT No.EE-TED/ AGT/70/2020-21	Rs/-989,849.00	Rs/-989,849.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 15/10/2020 and opening of bid at 3.30 PM on 16/10/2020, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-1712/2020-21

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRU ADA DEBNATH) Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD
(Buildings), Agartala, West Tripura

Government of Tripura
Forest Department

MORNING TOUR OF GENERAL PUBLIC/ STUDENTS TO HERITAGE PARK

on 4" October, 2020 (Reporting time at 6:00 AM at Heritage Park, Agartala)

on the occasion of Wildlife Week , 2020

Registration open October, 2020

At Entrance Gate of Heritage Park, Agartala, Tripura (w)

Hurry ! It is First Come First Registration
(Maximum Limit-25 persons)

ICA/D-569/2020-21

মহাশ্মশানের উন্নয়নে সরব চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর।। তেলিয়ামুড়া মহাশ্মশান ঘাটের উন্নতি করনের জন্য এবার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান নিতীন কুমার সাহা মুখ খুললেন। মূলত তেলিয়ামুড়া মহাশ্মশান ঘাটের অবস্থা সেই মান্ধাতা আমলের মতো। যে কোন শবদেহ শ্মশান ঘাটে নিয়ে গেলে লাকড়ি এবং খড় কুটের প্রয়োজন। যা ব্যায় সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ করোনা আবহের মধ্যে যে কোন মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলে তাঁকে পৌর পরিষদের শববাহী গাড়ি করে আগরতলা বটতলা, মহাশ্মশানে পাঠানো হয়। যা পৌর পরিষদ ও আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এই অবস্থায় তেলিয়ামুণা এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি তেলিয়ামুড়া শ্মশানঘাটের একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপন করার জন্য। সেই দাবিকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান নিতীন কুমার সাহা এ ব্যাপারে খোয়াই জেলা শাসকের সাথে কথা বলেন।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগরে অগ্নিদগ্দ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। মৃত মহিলার নাম আরতী পোদ্দার। জানা যায়, বাপের বাড়িতে অগ্নিদগ্দ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার কলকাতা বিএসএফ এর কামাডেন্ট পংকজ কর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি-নিজস্ব।

গাঁজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। সিপাহী জলা জেলার বিশালগড় মহাকুমার মধুপুর থানা এলাকার ভাটিবাড়ী এলাকায় গাজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা। ২ লক্ষ ৪০ হাজার গাজার নার্সারি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার বিবরণ দিয়ে মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন ভাটিবাড়ী এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজার চাষ হচ্ছে বলে তার কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে ।সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে গাজা বিরোধী অভিযানে বের হন তিনি ।গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে ব্যাপক সাফল্য মিল আছে বলে দাবি করেছেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে দিল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কৈলাশহরের ইরানি থানা এলাকার ধুলিয়াকান্দির গ্রামে এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে দিল প্রশাসন ।সংবাদ সূত্রে জানা যায় ডিসিএম রূপক ভট্টাচার্যের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে ইরানি থানা এলাকার ধুলিয়াকান্দির গ্রামে ১৬বছরের এক নাবালিকার বিয়ের আয়োজন চলছে ।সেই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে ডিসিএম রূপক ভট্টাচার্য ইরানি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দোলিয়া কান্দি গ্রামে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করেন ।উভয় পরিবারের সঙ্গে ডিসিএম সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা কথা বলেন। নাবালিকার বিয়ে দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে তাদের বুঝানো হয়। শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষ বিয়ে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত উপনীত হয়। উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নাবালিকা বিয়ের প্রবণতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে গ্রামেগঞ্জে এই প্রবণতা এখনো বহাল তবিয়তে চলেছ। এ বিষয়ে অবশ্য সাধারন মানুষও এখন অনেকটাই সচেতন। জনগণ সচেতন থাকার কারণেই এইসব নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করা প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে ।কোন ভাবে যাতে নাবালিকার বিয়ে দেওয়া না যায় সে বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে সতর্ক থাকার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। আমবাসার কেকমাছড়ায় বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা । তাতে বুথ সভাপতি অর্জুন দেবনাথের গোয়াল ঘর পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে। পরিবারের লোকজনরা টের পেয়ে জেগে উঠে চিৎকার করেন। চিৎকারে স্থানীয় লোকজনরা বেরিয়ে আসেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

নাবালিকা পরিচারিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন সুভাষ নগর জগত পল্লী এলাকায় সাত বছরের এক নাবালিকাকে গৃহপরিচারিকার কাজ করানোর অভিযোগ মিলেছে ।সুভাষ নগর জগত পল্লী এলাকার অপর্ণা দাসের বাড়িতে ওই নাবালিকাকে দিয়ে গৃহপরিচারিকার কাজ করানো হয় বলে অভিযোগ ।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা পূর্ব থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার সুভাষ নগর জগত পল্লী এলাকার অপর্না দাস এর বাড়িতে হানা দেন ।ওই বাড়িতে নাবালিকা কন্যা কে পাওয়া গেলেও নাবালিকা কর্নার অভিভাবকদের পাওয়া যায়নি। নাবালিকার অভিভাবকদের খবর দেওয়া হয়েছে বুধবার পূর্ব মহিলা থানায় এসে এ বিষয়ে যোগাযোগ করার জন্য। চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলর

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিপাহীজলা জেলায় ল্যাপটপ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সমগ্র শিক্ষা অভিযান এর কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে সিপাহীজলা জেলার ৫৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কে ল্যাপটপ দেওয়া হয। আজ ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক হিসেবে নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি পিন্টু আইস এছাড়া মোহনভোগ পঞ্চাশ সমিতির ভাইস চেয়ারপারসন যোগেশ চন্দ্র দাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। আজ বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে সিপাহীজলা জেলার একাডেমিক লিডার এছাড়া, বিআরসি কো-অর্ডিনেটর সিআরসি কো-অর্ডিনেটর এবং বিদ্যালয় আইএস গুলোকে এই ল্যাপটপ গুলি দেওয়া হয় । মোট ৫৭ জন সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন স্তরের একাডেমিক শিক্ষক দের শুরু হাতে ল্যাপটপ এবং ব্যাগ তুলে দেনন প্রথমে ল্যাপটপ ও ব্যাগ তুলে দেন নলছর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস তারপর সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত এবং সিপাইজলা জেলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি এবং সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোদ সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি পিন্টু আইস শিক্ষকদের হাতে ল্যাপটপ গুলি তুলে দেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা বিধানসভার বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস আলোচনা করতে গিয়ে বলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষা পরিচালনা করার জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারে ল্যাপটপ বিতরণ । আগের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল গদবাধা নিয়মে এখন নতুন আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরার জন্য ল্যাপটপের মাধ্যমে সে কারণেই শিক্ষকদের হাতে ল্যাপটপ তুলে দেওয়া হয় । কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার চাইছেন শিক্ষাকে আধুনিক মানে রূপান্তরিত করার জন্য । সেই লক্ষ্যে সিপাহী জলা জেলার মোট ৫৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার হাতে ল্যাপটপ গুলো তুলে দেওয়া হয় । বিধায়ক সুবাস চন্দ্র দাস আরো বলেন যাতে ল্যাপটপ গুলি সঠিক কাজে ব্যবহার করা হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি রেখেই শিক্ষক শিক্ষিকারা কাজ করার জন্য । সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন যাতে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সঠিক শিক্ষা লাভ করতে পারে সেই কারণেই রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ল্যাপটপ দিলেন শিক্ষকদের হাতে । তিনি আরো বলেন শুধু শিক্ষা বই পড়েই পাশ করলেই শিক্ষা হয়না ২০২০ সালের নিউ এডুকেশন পলিসি যে পরিকাঠামো তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার সেই পরিকাঠামো ফলো করতে হবে । পুঁথিগত বিদ্যা পাঠ করি ১০০তে ১০০ নম্বর পেয়ে পাশ করেই রেজাল্ট ভালো করলেই সে পাশ হয় না । বর্তমানে দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা যে বিষয় নিয়ে পড়তে চায় কিন্তু অভিভাবকরা চাপ সৃষ্টি করেন তা ঠিক নয় । ছাত্রছাত্রীরা যে শিক্ষা মান নিয়ে পড়তে চায় তাদেরকে সেই ভাবে গড়ে উঠতে দিন তাহলেই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হবে । শিক্ষার আধুনিকায়ন করার দরকার এই পরিস্থিতিতে নন সেই লক্ষ্য রেখেই জেলা শিক্ষা দপ্তর ল্যাপটপ গুলো তুলে দিয়েছেন । এই ল্যাপটপের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকারা ডাটা এনন্টি লুট করে স্কুল খুললে ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে পারবেন । সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি পিন্টু আইস বলেন সাত মাস ধরে লকডাউন চলছে শিক্ষা পুরো বন্ধ কিছু কিছু প্রাইভেট স্কুল ১০০০০, ১২০০০ টাকা অভিভাবকদের চাপ দিয়ে ওদের কাছ থেকে বিল নিচ্ছেন । সেই বিষয়গুলো আমাদের কানে আসছে ন সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা দপ্তরের কাছে অনুরোধ রাখছি ওই সমস্ত প্রাইভেট বিদ্যালয়গুলির যদি চিঠি দেওয়া হয় তাহলে অভিভাবকরা হয়তোবা একটু রক্ষা পাবেন । এছাড়া আলোচনা করেন সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোদ তিনি এ কম্পিউটার গুলো কি কি কাজে ব্যবহার করতে পারবেন শিক্ষকরা তা তুলে ধরেন । এইচপি কোম্পানির ল্যাপটপ দেওয়া হয় । একাডেমিক শিক্ষকসহ সকলকে এই ল্যাপটপ গুলি ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে কারিগরি হিসাবে কাজ করবে সে প্রত্যাশা রাখেন । সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় ।

বিলেতি মদ সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর।। আবারো নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেলেন কাঞ্চনপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক বিক্রমজিত শুক্লা দাস। আজ ভোরবেলা কাঞ্চনপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক এর নেতৃত্বে ভাংমুন থানার ওসি শ্যামল মুরাসিং সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ভাংমুন রোডে উৎপেতে বসে থাকে। তখন ভোর অনুমানিক পাঁচটার সময় পানিসাগর থানাধীন চাঁমটিলা এলাকা থেকে বিলেতি মদ বোঝাই দুটি গাড়ি যাচ্ছিল। লক্ষাধিক টাকার বেআইনি বিলাতি মদ সহ দুটি গাড়ি ও দুজন নেশা কারবারিকে গ্রেপ্তার করে ভাংমুন থানার পুলিশ। নেশা কারবারিরা হল সুজিত রায়, সায়ন দেবনাথ। তাদের বাড়ি পানিসাগর থানাধীন চাঁমটিলা এলাকায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।